NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

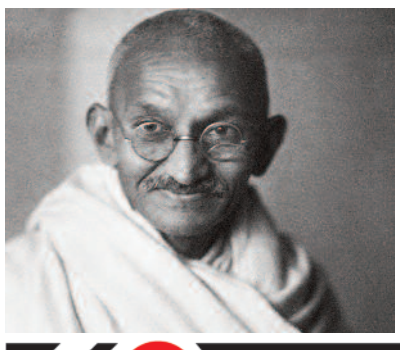

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ‘গান্ধীগিরি’র মধ্যে গান্ধীজিকে খুঁজে পাওয়া যায় না!

মহিলা কর্মাধ্যক্ষকে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ ৫

কলকাতা ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ ১৬ মাঘ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 31.1.2024, Vol.17, Issue No. 229, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ শুরু বাজেট অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। সংসদে দ্বিতীয় মোদি সরকারের এটিই শেষ অধিবেশন। সংসদের বাজেট অধিবেশনের আগে বিরোধী সাংসদদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করল সরকার। রাজ্যসভার মোট ১১ এবং লোকসভার ৩ সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রের খবর। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সাসপেন্ড হন ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদ। তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী দলের অধিকাংশ সাংসদকেই সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে ১৩২ জন সাংসদের সাসপেনশন ছিল শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিন পর্যন্ত। বাকি ১৪ জন সাংসদের সাসপেনশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা প্রিভিলেজ কমিটির।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

ইডির জেরা তেজস্বীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমির বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগের তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তলব করেছিল আরজেডি সুপ্রিমো তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর ছেলে তেজস্বীকে। ইডিন সমন পেয়ে সোমবার হাজিরা দিয়েছিলেন লালু। মঙ্গলবার ইডির জেরার মুখে পড়েন ছেলে তেজস্বী যাদব। তাঁকেও এদিন টানা ৮ ঘণ্টা জেরা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। এই মামলায় সিবিআই আগেই বাবা ও ছেলেকে জেরা করেছে। সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় বেআইনি পথে অর্থ লেনদেনের অভিযোগের তদন্ত করছে ইডি।

প্রার্থী ঘোষণা অখিলেশের

লখনউ, ৩০ জানুয়ারি: আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা শেষ হয়নি এখনও। তারই মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ১৭টি লোকসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (এসপি)। অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল এ বারও তাঁর পুরনো কেন্দ্র মৈনপুরীতেই লড়বেন। ডিম্পল ছাড়াও প্রয়াত দলের প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদবের পরিবারের অক্ষয় যাদব (ফিরোজাবাদ), ধর্মেন্দ্র যাদব (বদায়ুঁ)। আম্বেদকর নগরে প্রার্থী করা হয়েছে প্রভাবশালী কুর্মি নেতা লালজি বর্মাকে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে এসপি উত্তরপ্রদেশে পাঁচটি আসনে জিতেছিল। পরে রামপুর এবং আজমগড় উপনির্বাচনে জিতে নেয় বিজেপি। ডিম্পল ছাড়াও আর এক বিদায়ী সাংসদ সফিকুর রহমান বার্ককে তাঁর পুরনো কেন্দ্র সম্বলে টিকিট দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

খোদ সুকান্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিএসএফকে হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বালুরঘাট আসনে বিজেপির জয়ের নেপথ্যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ভূমিকা ছিল বলে পরোক্ষে অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কিছুটা হুঁশিয়ারির সুরেই মমতা বলে দিলেন, এ বার তেমন হোক তা তিনি চান না। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি শেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকেই তিনি বিএসএফের বিরুদ্ধে ভোটের লাইন ম্যানেজ করার অভিযোগ তুললেন।

মমতা বলেন, ‘আমার কাছে ইনফরমেশন (তথ্য) আছে। আগের বার বালুরঘাটে ভোটের লাইন করিয়েছিল বিএসএফ।’ মমতা আরও বলেন, ‘এ বার যদি শুনি.... মনে রাখবেন ইলেকশন চলে যাবে। আমরা কিন্তু থাকব। তখন কিন্তু সেই কথাটা আমারও মনে থাকবে।’ মমতার কথায়, ‘ভোট করায় নির্বাচন কমিশন, ডিএম (জেলাশাসক), এসপিরা (পুলিশ সুপাররা)। সেখানে ওরা (বিএসএফ) গিয়ে লাইন ম্যানেজ করে। কে দিয়েছে এই অধিকার?’

সোমবার কোচবিহারের সরকারি কর্মসূচি থেকেও বিএসএফের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, ‘সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ আইডেন্টিটি কার্ড দিতে চাইছে।’ মানুষকে সাবধান করে মমতা বলেছিলেন, ‘আপনারা ওই কার্ড কেউ নেবেন না। তা হলে এনএরসির মধ্যে পড়ে যাবেন।’ বালুরঘাটের কর্মসূচি থেকেও মমতা একই কথা বলেছেন। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসককে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, ‘যাঁরা এ পার থেকে ও পারে কাজে যান, তাঁদের পারমিট কার্ড আপনি দেবেন। বিএসএফের কার্ড নেওয়ার দরকার নেই।’

মঙ্গলবারের সরকারি সভা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। যার অর্থমূল্য ২০০ কোটি টাকা। বালুরঘাট থেকেও ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন মমতা। বালুরঘাটের সভা শেষ হতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। তাই মুখ্যমন্ত্রী ওই মঞ্চ থেকেই বুধবার বালুরঘাটের সব সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করে দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মাধ্যমিকের জন্য এমনিতেই বৃহস্পতিবার থেকে ছুটি পড়ার কথা ছিল। যে হেতু ছেলেমেয়েদের বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে, তাই কালকের দিনটাও ছুটি।’

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কড়া মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ জেনেশুনে ভুল করলে আইন আইনের পথে চলবে, রায়গঞ্জ থেকে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। একইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর নিয়োগের আশ্বাসও দিলেন। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেখান থেকেই নিয়োগ ক্ষেত্রে ‘ভুল ভ্রান্তি’ নিয়ে কড়া বার্তা তাঁর। বলেন, ‘স্কুলে অনেক নিয়োগ হবে। আপনারা আবেদন করুন। নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। এক আধজনের ছোট্ট একটা ভুলের জন্য।’ মমতা আরও বলেন, ‘মনে রাখবেন, একসাথে থাকতে হলে থালাবাটিতেও ঠোকাঠুকি লাগে। তার পর আবার ঠোকাঠুকি ঠিক হয়ে যায়। ঠোকাঠুকি যেটা হয় সেটা করে অজান্তে।’ উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলবন্দি। ঘুরিয়ে এদিন কি তাঁকেই বার্তা দিলেন? উঠছে প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, কাজ করতে গেলে একটা-দুটো ভুল হতে পারে। সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তবে কেউ জেনেশুনে ভুল করলে আইন আইনের পথে চলবে। এদিনও সেই কথা মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের সভা থেকে বিজেপিকেও নিশানা করেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, ‘মানুষ কী খাবে, কী পরবে তা একান্ত নিজস্ব পছন্দ। কিন্তু বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে মাছ-ডিম-মাংসের দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে।’

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে সরল প্রাথমিক মামলাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসির মামলা আগেই সরেছিল, এ বার প্রাথমিকের স্কুলে নিয়োগের মামলাও সরানো হল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে। শিক্ষা সংক্রান্ত কোনও মামলার শুনানিই আর আপাতত তাঁর বিচার্য নয়। বদলে তাঁর হাতে থাকা সমস্ত শিক্ষা মামলার দায়িত্ব দেওয়া হল হাইকোর্টেরই অন্য এক বিচারপতিকে। মঙ্গলবার একটি নির্দেশিকা দিয়ে এ কথা জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতিরই বিচার্য বিষয় নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই বাঁধাধরা হিসাবেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এত দিন শুনতেন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মামলাগুলি। তারও আগে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত মামলাই শুনতেন তিনি। কিন্তু পরে এসএসসি সংক্রান্ত মামলাগুলি অন্য বিচারপতির বেঞ্চে সরানো হয়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে থাকে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মামলাগুলি। মঙ্গলবার সেই মামলাও সরিয়ে নেওয়া হল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার্য বিষয়ের আওতা থেকে।

সাধারণত হাইকোর্টের কোন বিচারপতি কোন মামলা শুনবেন, তা লেখা থাকে হাইকোর্টের রস্টার বা দিনলিপিতে। আর ওই রস্টার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন হাইকোর্টের ‘মাস্টার অফ রস্টার’ তথা প্রধান বিচারপতি। মঙ্গলবারও কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার্য বিষয় বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রধান বিচারপতিরই স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এখন থেকে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে থাকা সমস্ত শিক্ষা মামলার শুনানি হবে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে। বদলে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় শুনবেন শ্রম এবং শিল্প আইন সংক্রান্ত মামলাগুলি। এ ছাড়া শিক্ষা মামলায় গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত কিছু মামলা থাকবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে।

কেন এই বদল, তা ওই নির্দেশিকায় ব্যাখ্যা করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এই সিদ্ধান্তের কয়েক ঘণ্টা আগেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের সাম্প্রতিক নজিরবিহীন সংঘাত নিয়ে এজলাসে বসে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম বলেছিলেন তিনি লজ্জিত। প্রধান বিচারপতি এ-ও বলেছিলেন যে, ‘আইনের মন্দিরে এমন ঘটনা আশা করা যায় না।’ আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিলেন, দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন তিনি।

তবে মঙ্গলবারের রস্টার বদলের সিদ্ধান্তই সেই সমাধান কি না তা স্পষ্ট নয় হাইকোর্টের নির্দেশিকায়। সেখানে শুধুই বিচারপতি মান্থা এবং বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার্য বিষয়ে সাম্প্রতিক বদলের নির্দেশ লেখা রয়েছে।

প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর খোঁজ মিলল হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ৩০ জানুয়ারি: তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি প্রায় ৩০ ঘণ্টা। মঙ্গলবার রাঁচিতে ফিরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানালেন তাঁর ‘বিশেষ ঠিকানা’ আসলে কোথায়। প্রায় দেড়দিন পরে দেখা মিলল হেমন্ত সোরেনের। সোমবার সোরেনের দিল্লির বাসভবনে যান ইডি আধিকারিকরা। কিন্তু ইডির দাবি, সেখানে সোরেনের দেখা মেলেনি। টানা ১৩ ঘণ্টা ধরে সেখানে তল্লাশি চালান তাঁরা। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ সোরেনের বাসভবন ছেড়ে বেরিয়ে যান। ইডি সূত্রে খবর, সোরেনকে না পাওয়া গেলেও তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে বেশি কিছু নথি, নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, সোরেনের দিল্লির বাসভবন থেকে দু’টি বিএমডব্লিউ গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং নগদ ৩৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু

ফিরেই বসলেন বৈঠকে

খোঁজ ছিল না তাঁর। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে রাঁচিতে নিজের বাসভবনে ফিরে এলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। ফিরেই দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই হেমন্তকে রাঁচিতে দেখার পরে তাঁকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন, তিনি কোথায় ছিলেন? এর জবাবে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি তো আপনাদের মনেই থাকি’।

রবিবার থেকে খোঁজ না পাওয়া হেমন্তকে মঙ্গলবার একটি গাড়িতে চেপে ঢুকতে দেখা যায় রাঁচিতে তাঁর নিজের বাড়িতে। এর পরে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) বিধায়কদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী সোরেন। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, জেএমএম বিধায়কদের কাছে নির্দেশ যায়, কোনও ভাবেই তাঁরা যেন ঝাড়খণ্ডের বাইরে না যান এবং যে কোনও মূল্যে এই বৈঠকে যোগ দেন। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকালে রাঁচিতে হেমন্তের বাড়িতে ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন হেমন্তের স্ত্রী কল্পনা সোরেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ওই বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তা স্পষ্ট হয়নি।

‘ধৈর্য ধরুন, অভিযুক্ত ব্যক্তি ধরা পড়বেই’

শাহজাহান ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান এখনও অধরা। মহাত্মা গান্ধির মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে শেখ শাহজাহান ইস্যুতে মুখ খোলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন গান্ধিঘাটে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভায় অংশ নেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তারপর তিনি গান্ধিজির স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, ‘আইন আইনের পথে চলবে। তাকে ধরতে অভিযান চলছে। তবে নিয়ম মেনেই অভিযুক্ত ব্যক্তি শীঘ্রই ধরা পড়বে। রাজ্যপালের কথায়, একজন অভিযুক্তকে ধরাটা কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, এটা একটা অঙ্গীকার। আপনারা ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করুন।’ রাজ্যপালের বার্তা, বাংলার দুই শত্রু, হিংসা আর দুর্নীতি। এই দুইয়ের বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে। প্রসঙ্গত, শনিবার নরেন্দ্রপুরের বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দির স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার ওপর চড়াও এবং ভাঙচুরের ঘটনায় শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। যদিও উক্ত ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এপ্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, ‘আমরা বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখব। তদন্তকারী কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন। তদন্তের জন্য ওনাদের একটু সময় দিতে হবে। তবে ওই ঘটনায় নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তদন্তকারীরা পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে, তিনি যথাযথ নিয়ম মেনেই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করবেন। রাজ্যপাল ছাড়াও এদিন গান্ধিঘাটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং, জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া প্রমুখ।

তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনা বন্ধের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের

দাবি সূত্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: রাজ্যে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের জোট সম্ভাবনায় কার্যত ইতি ঘটতে চলেছে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলার ৪২ আসনে কোনওরকম সমঝোতা হবে না। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এতদিন আশায় ছিল। সূত্রের খবর, এবার এআইসিসিও তৃণমূলের সঙ্গে জোট আলোচনায় ইতি টানতে চলেছে। সূত্রের খবর, এআইসিসি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে প্রকাশ্যে মমতার প্রতি যতই সুর নরম করা হোক না কেন, বাংলায় তৃণমূল এবং পঞ্জাবে আপের সঙ্গে আর কোনওরকম আলোচনা করা হবে না। এতদিন পর্যন্ত দিল্লি আশাবাদী ছিল, মমতা প্রকাশ্যে যতই একা লড়ার কথা ঘোষণা করুন, আলোচনার মাধ্যমে তৃণমূলের সঙ্গে আসন জট মেটানো সম্ভব। কিন্তু রাহুল গান্ধির ‘ভারত ন্যায় যাত্রা’য় তৃণমূলের ‘অসহযোগিতা’ এআইসিসির সেই বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলা এবং পঞ্জাবে তৃণমূল এবং আপের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে কংগ্রেস। অর্থাৎ রাহুলের যাত্রায় অসহযোগিতা এবং দফায় দফায় প্রতিবাদ, সংঘাতের পর কার্যত শেষ বাংলায় কংগ্রেস তৃণমূল আসন সমঝোতার সম্ভাবনা। এখানেই শেষ নয়, বুধবার থেকে যে সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে, সেখানেও তৃণমূল এবং কংগ্রেসের দূরত্বের প্রভাব পড়তে চলেছে। সূত্রের খবর, সংসদে কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে তৃণমূলও। অর্থাৎ সরাসরি এর প্রভাব পড়তে পারে ফ্লোর কো-অর্ডিনেশনে। কংগ্রেস এবং তৃণমূলের জোট সম্ভাবনা যে ক্ষীণ হচ্ছে সেটা ফের বোঝা গিয়েছে বুধবার অধীর চৌধুরীর বক্তব্যে। এদিন আরও একবার রাজ্যের শাসকদলকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে তোপ দেগেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। অধীরের বক্তব্য, ‘দুর্নীতিগ্রস্তকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছি। ভুল তো কিছু বলিনি। রাজ্যে চাকরিতে দুর্নীতি, শিক্ষকরা চাকরি থেকে বঞ্চিত, রেশনে জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। এসব বলার জন্য যদি রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রায় অনুমতি না দেওয়া হয়, আমার জন্য যদি রাহুলের সভার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে আমি সরে যাচ্ছি।’ অধীরের বক্তব্যকে এদিন ঘুরিয়ে সমর্থন করেছেন এআইসিসির প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশও। তিনি বলেছেন, ‘বক্তব্য দু-দিক থেকেই এসেছে। কিছু বক্তব্য তৃণমূলের তরফে এসেছে। কিছু আমাদের তরফেও হয়েছে।’ অর্থাৎ জোট ভাঙার দায় অধীরের একার নয় বলেই বোঝাতে চেয়েছেন জয়রাম।

মাও হামলায় শহিদ অন্তত তিন জওয়ান

রায়পুর, ৩০ জানুয়ারি: মঙ্গলবার বিকেলে বস্তার ডিভিশনের বিজাপুর জেলার তেকালগুডুম গ্রামের সিআরপিএফ শিবিরের অদূরে নিষিদ্ধ সিপিআইএমএল (মাওবাদী) গেরিলা বাহিনীর হামলায় অন্তত তিন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত ১৪ জন। আহতদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাই নিহতদের তালিকা দীর্ঘতর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুকমা জেলার সীমানা লাগোয়া মাওবাদী উপদ্রুত ওই এলাকায় সোমবারই নতুন শিবিরটি স্থাপন করা হয়েছিল। সিআরপিএফের কোবরা কমান্ডো বাহিনীর সদস্যেরা ছাড়াও শিবিরে ছত্তিশগড় পুলিশের ‘স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স’ এবং ‘ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড’ বাহিনীর সদস্যেরা ছিলেন। ছত্তিশগড় পুলিশের আইজি পি সুন্দররাজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানান, অদূরে জোনাগুড়া-আলিগুড়া গ্রামে টহলদারি শেষে শিবিরে ফেরার সময় আক্রান্ত হয় যৌথ বাহিনী। মাওবাদী হামলার জবাবে পাল্টা গুলি চালান জওয়ানেরা।

বিজাপুরে মাওবাদী হামলার পর আহত জওয়ানদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আরএসএস নেতা খুনে নিষিদ্ধ পিএফআইয়ের ১৫ সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড

তিরুঅনন্তপুরম, ৩০ জানুয়ারি: নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআইয়ের ১৫ সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দিল কেরলের আদালত। স্থানীয় আরএসএস নেতা রঞ্জিত শ্রীনিবাসনকে খুনের দায়ে এই সাজা পেয়েছে ১৫ জন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিজের বাড়িতে খুন হয়েছিলেন রঞ্জিত। সেই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে এই ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২০ জানুয়ারি, ১৫ জনকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল মাভেলিকারার অতিরিক্ত দায়রা আদালত। এদিন তাদের মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত।

আদালত জানিয়েছে, আসামীদের মধ্যে আটজন সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। বাকি আসামীদের এই অপরাধের ষড়যন্ত্রে সামিল থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত এই আটজন হল , নিজাম, আজমল, অনুপ, মহম্মদ আসলাম, সালাম, আব্দুল কালাম, সফরউদ্দিন, মুনশাদ, জাজিব, নওয়াজ, শেমির, নাজির, জাকির হুসেন, শাজি এবং শামনাজ।

শ্রীনিবাসনের মা, স্ত্রী এবং কন্যার সামনেই হামলাকারীরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। পিএফআই-এর মূল সংগঠন এসডিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক কেএস শানের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবেই এই হত্যা বলে দাবি পুলিশের। ১৮ ডিসেম্বর আলাপুঝার মান্নানচেরিতে তার উপর মারাত্মক হামলা হয়েছিল এবং তাতে তার মৃত্যু হয়।

আলাপুঝার সহকৌরী পুলিশ সুপার এনআর জয়রাজ এই ঘটনার তদন্ত করেন। ১,০০০টিরও বেশি নথি এবং ১০০টিরও বেশি অন্যান্য প্রমাণ-সহ চার্জশিট দাখিল করে তাঁর নেতৃত্বাধীন তদন্তকারী দল। সেই সব প্রমাণের মধ্যে ছিল আঙুলের ছাপ, ফরেন্সিক অনুসন্ধান রিপোর্ট, সিসিটিভি ফুটেজ এবং গুগল ম্যাপের সাহায্য নিয়ে অপরাধীদের গতিবিধির মানচিত্র ইত্যাদি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮০ নং এফিডেভিট বলে Moazzaim Hossain S/o. Ruhul Amin ও Moazzaim Hussain S/o. R. Hussain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৯ নং এফিডেভিট বলে Deepak Kumar Das S/o. Paresh Chandra Das ও Deepak Das S/o. Lt. P. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Rup Kamal Nandi S/o. Manindra Nandi ও Rup Kamal Nandy S/o. M. N. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪৬ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kr. Biswas ও Badal Ch. Biswas S/o. Nripendranath Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১শে জানুয়ারী, ১৬ই মাঘ । বুধবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরি বুধের র মহাদশা। বিংশোত্তরি চন্দ্র মহাদশা কাল। মৃতেদোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। শত্রু বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা ষড়যন্ত্র তৈরি হবে। কোন জিনিস হারিয়ে যেতে পারে, তার জন্য মনে কষ্ট থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যে নতুন গতি আসার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। সন্তানের বিদ্যালয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্ম বিষয়ে অধিক দুশ্চিন্তা থাকবে। এক পুরাতন বান্ধবী দ্বারা গোপন শত্রুতা থাকবে। গ্রহ অবস্থান শুভ নয় বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দ্বারা শিব পূজা করুন। শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। সন্তানের বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন প্রেমে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা কেটে যাবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনের সুখ প্রাপ্তি সম্ভব। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অলংকার শিল্প যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির-- ব্যবসা বৃদ্ধির যোগ। নিজ বুদ্ধির দ্বারা আজকের দিনে নতুন পরিকল্পনার প্রয়োগ করতে পারেন হর হর মহাদেব বলুন পথ চলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকার দিন। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব, সেই কাজটির না হওয়ার কারণে মন কষ্ট বৃদ্ধি। পরিবারে তর্ক বিবাদ বিসংবাদ। বাজার করা দোকান করা বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা অসম্মানিত হওয়ার যোগ। যারা মুদ্রণ শিল্প, ছাপা- ছাপির মধ্যে কাজ করেন, তাদের আজকের দিনটি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে কাটবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কুদৃষ্টি আপনার ওপর ছিল, আজ তা শুভ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছলনাময়ী এক নারীকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা মুক্ত হওয়ার দিন। আজ ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের শুভ যোগ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নী শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের নাম করুন। শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ সকালে তর্ক বিবাদের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হওয়ার দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স, সন্তানের জন্য বিদ্যালয় ছোট ছোট সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য রাখলে জয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা তর্ক বিভাগের সম্ভাবনা। প্রবীণ নাগরিকের শরীর ব্যাধি কারক বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন, ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করুন। নিশ্চিত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : সকালে বিবাদ বিসংবাদ বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আপনাকে ভুল বুঝে প্রতিবেশী ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী। যারা মাছের ব্যবসায়ী। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী, তারা আজকের দিনটি ধৈর্য রাখুন। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যোগ। কর্মের আবেদন যারা করছেন তারা ধৈর্য রাখলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালান আর ভগবান হরগৌরীর পূজা করুন।

তুলা রাশি : ছোট ভ্রমণ। পারিবারিক শান্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন গতি। অর্থপ্রাপ্তির যোগ। গ্রহ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। পুরাতন এক শত্রু আপনার কাছে আজ ফোন করে ক্ষমা চাইতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন। সাদা কাগজে ভগবান বিষ্ণুর নাম লিখুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা তে যারা বিদেশ যেতে চান, বিশেষত যারা মেডিকেল-ঔষধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তাদের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা, তাদেরও নতুন যোগাযোগ হবে। পুরাতন প্রেমিকের দ্বারা শুভ যোগাযোগ সম্ভব। বাড়ির গৃহ পরিবেশ শান্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালে বাড়িতে অশান্তির কালো মেঘ। গতকাল রাতের কোন ঘটনায় আজ বিভ্রান্ত কর অবস্থান থাকবে। যে নারীকে আপন ভেবে নিয়েছিলেন, তিনি কি সত্যিকারের আপনজন? বাড়ির গৃহপালিত পশু নিয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ থাকবে। ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য, খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের বিষয়ে যে কথা পাকা হওয়ার ছিল, তা বাধা পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জানুন। গণেশ দেবতার সামনে হলুদ ভোগ প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ বিবাদ বিতর্ক। অশুভ সংবাদ দ্বারা সকাল থেকেই মনকষ্ট বাড়বে। যারা তরল পদার্থ বা ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তাদের ছোট্ট ভুলের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনাময় কাল। আইনি মামলা যেখানে চলছে সেখানে সতর্ক থাকা ভালো। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে, বেতনভোগী কর্ম যারা করেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার ওপর আজ থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ভগবান শিবের নাম করতে আজকের দিনটি থাকুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ছোট ঘটনা কে কেন্দ্র করে, ধৈর্য হারিয়ে ফেললে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। পুরাতন গোপন কোন কথা প্রকাশ্য আসার জন্য কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থান তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর যে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা বাধা পড়বে। বিবাহ বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আইনি বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে। ভোগ নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন বাণিজ্য ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কাল। শুভ যোগ বিদ্যার্থী যারা আছেন তাদের সফলতার ইঙ্গিত। বিদ্যালয় যে অস্থিরতা ছিল তা কোন প্রভাবশালী মানুষের সহায়তায় সমাধান হয়ে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। নারিকেল সহ বাবা বিশ্বনাথের চরণে ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ দিন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Sekh Rejaul Haq S/o. Sekh Liyakat Ali ও Rejaulhaql Sekh S/o. Liyakatali Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Bristi Dolui D/o. Bhola Dolui নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mahira Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Debdas Kundu S/o. Narayan Kundu নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdullah নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৬ নং এফিডেভিট বলে Nimai Mazumdar S/o. Gopal Majumdar ও Nemai Majumdar S/o. G. Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, AMJAD SHAIKH S/O CHHOTTU SK. residing at Vill - Sultanganja, P.O.- Gotalahat Krishnapur, P.S. - Bishnupur, Dist - 24 Parganas (S), PIN - 743503 hereby declare vide affidavit No. 4839 filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore dated 29.01.2024 that CHHOTTU SK. is the correct spelling of my father's name and it is recorded in my PAN, Aadhar cards and in his PAN, Aadhar cards too but in my birth certificate issued by panchayat, my father's name was wrongly recorded as CHHATTU SHAIKH and in my educational certificates issued by WB board of Madrasah Education, this wrong name is recorded. CHHOTTU SK. and CHHATTU SHAIKH is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

In the Cout of Ld. District Delegate, Hooghly at Chinsurah

Act. 39 (P) Case No. 02/2023

Jayanta Kr. Dutta - Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী থানা-চুঁচুড়ার অন্তর্গত সাহাগঞ্জ মেইন রোড নিবাসী সুধীর দত্তের পুত্র জয়ন্ত কুমার দত্ত জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে জেলা হুগলীর থানা চুঁচুড়ার অন্তর্গত ঘুটিয়াবাজার ৭৪ নং মল্লিকবাটী, দেবমন্দির নিবাসিনী নরোত্তম নন্দী মহাশয়ের পত্নী বাসন্তী নন্দীর ত্যক্ত ইং ৬-১-২০২০ তারিখের উইলের প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় ২০২৩ সালের ২ নং এ্যাক্ট ৩৯ প্রবেট কেস দাখিল করিয়াছেন। উইলে মূলে ত্যক্ত সম্পত্তির বিবরন নিম্নের তপশীলে বর্ণিত হইল।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির উক্ত উইলের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং বা আইনজীবি মারফৎ আপত্তি জানাইবেন, নতুবা উক্ত উইলের আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল

জেলা- হুগলী থানা-চুঁচুড়া জে.এল. ১৭ হুগলী মৌজা ১) হাল খতিয়ান ২৭৮৯ হাল দাগ ২১১ ভিটী ০.১০৭০ একর ও ১৪৩ ভিটী ০.০০৯০ একর ও হাল খতিয়ান ৩৩৩৩ হাল দাগ ২১১ ভিটী ১.০১০০ একর ২) জেলা উত্তর ২৪ পরগণা জগদ্দল থানা, জে.এল. ১৬ মৌজা অনন্তপুর এল.আর খতিয়ান নং ১৬৯৮, এল.আর.দাগ নং ১৭১০ পেট্রলপাম্প এরিয়া ০.১২০০ একর, এল. আর. খতিয়ান ১৬৯৮, এল.আর. দাগ ১৭১১ পেট্রলপাম্প এরিয়া ০.০৩০ একর, ৩) তামলিপাড়া বাবুগঞ্জ পোস্ট অফিসে সেভিংস এ্যাকাউন্টে যাহার নম্বর ৫০৪৬৪৯৬৬২১ এ গচ্ছিত টাকার পরিমান- ১,৫১,৪৪৯ টাকা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
সুব্রত চট্টোপাধ্যায়
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী

NAME CHANGE

I Navansh Kumar Shah son of Binod Kumar Shah. Residing at 59, Bon behari bose road, Howrah - 711101, shall henceforth be known as Navansh Shah as declared before the Notary First-Class Metropolitian Magistrate at Kolkata court, vide affidavit no. AH 732259 dated 29.01.2024 Navansh Kumar Shah and Navansh Shah both are same and identical person.

E-Tender

E- tender invited by the Pradhan, Natidanga- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIET NO. 15/Nati- II/5 th SFC 2023-2024,** Last date of submission **08.02.2024 up to 5 p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan, Natidanga- II Gram Panchayat.

E-Tender

E-Tender are invited by the Prodhan Chaitanyapur-I Gram Panchayat (Under Beldanga-I Panchaybat Samity). Beldanga, Murshidabad. **NIT No-13/5th. Fc/chait-I/23-24.and 14/15th. Fc/23-24.** SealedTender **NIT No-15/15th. Fc/Chait-I/23-24, 16/15th. Fc/Chait-I/23-24 and 17/PBG/Chait-I/23-24.** Last date of submission **12.02.2024.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan Chaitanyapur-I Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম শ্রীরামপুর সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) আদালত

২০১৭ সালের ৮১ নং দেওয়ানি মোকর্দ্দমা

বাদী- ১) শ্রী গোপাল বাগ, ২) শ্রী সিসির বাগ, ৩) শ্রী ব্রজেন বাগ সর্ব পিতা - কৃষ্ণ চন্দ্র বাগ, সর্ব সাং- গ্রাম রঘুনাথপুর, ছোয়ানিপাড়া, পোঃ- রঘুনাথপুর, থানা- ডানকুনি টাউনশিপ, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২ ২৪৭

৪) শ্রীমতি কনকবালা দাস

স্বামী- অরূপ দাস, সাং- ৩৮/৭, নস্কর পাড়া লেন, হাওড়া- ২।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমায় বাদী তৃতীয় সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন), শ্রীরামপুর হুগলী আদালতে, জেলা হুগলী থানা ডানকুনি টাউনশিপ, মৌজা রঘুনাথপুর, জে.এল. নং ১০, এল.আর. ২৭৭, ১০৩৮, ৯৩৪, ২৪১৫, ২৪১৬, ৭৮১ নং খতিয়ানের অন্দরে আর.এস. ও এল.আর. ১৪৪৭ নং দাগে ০.৭৮ একর বাস্তু জমি এবং এল.আর. ২৭৭, ১০৩৮, ৯৩৪, ২৪১৫, ২৪১৬, ৭৮১ নং খতিয়ানের অন্দরে আর.এস. ও এল.আর. ১৪৪৮ নং দাগে ০.১৩ একর বাস্তু সম্পত্তি লইয়া ২,৫,৬ নং এবং ৯ হইতে ১৩ নং ও ১৫ নং বিবাদীগন যথা ২) শ্রীমতী মঞ্জু সামন্ত, স্বামী শ্যামল সামন্ত, সাং- গ্রাম ও পোঃ- অভয়নগর থানা- নিশ্চিন্তা, জেলা- হাওড়া ৫) শ্রীমতী মামনি বাগ, ৬) শ্রীমতী সুজাতা বাগ, উভয়ের পিতা- শিবনারায়ণ বাগ, ৯) শ্রীমতী কাজল বাগ, পিতা- বিভূতি বাগ, ১০) শ্রী অমিত বাগ, পিতা- ভদ্রেশ্বর বাগ, ১১) শ্রীমতী বন্দনা বাগ, ১২) শ্রীমতী চন্দনা বাগ উভয়ের পিতা- ভদ্রেশ্বর বাগ, ১৩) শ্রীমতী মালতী জোতি, স্বামী -শ্রী ধীরেন জোতি, ১৫) বিশ্বনাথ সিং, পিতা- অজানা সর্ব সাং গ্রাম- রঘুনাথপুর, ছোয়ানিপাড়া, পোঃ- রঘুনাথপুর, থানা- ডানকুনি টাউনশিপ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৪৭ এদের বিরুদ্ধে বিভাগ বন্টন ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য ২০১৭ সালের ৮১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত বিবাদীগনদের জানানো যাইতেছে যে নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে তাহারা নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমার নিস্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
অরূপ কুমার শী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), কোর্ট শ্রীরামপুর হুগলী, পঃ বঃ
১৮-০১-২৪

বিজ্ঞপ্তি

হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

২০২২ সালের ৪৪ নম্বর এ্যাক্ট ৩৯ নম্বর মোকর্দ্দমা

দেবাশীষ গাঙ্গুলী, পিতা- মৃত কালো @ কে.বি. গাঙ্গুলী, সাকিম- সারদাপল্লী পশ্চিমপাড়া, পোঃ- সারদাপল্লী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হইতেছে যে, জেলা- হুগলী, থানা- ভদ্রেশ্বরের অন্তর্গত সারদাপল্লী পশ্চিমপাড়া নিবাসী মৃত স্মৃতি গাঙ্গুলী, স্বামী - মৃত কালো @ কে.বি. গাঙ্গুলী এর ত্যক্ত এস্টেটের উক্ত ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত পোষ্ট অফিস কে.জি.আর.এস. পথ শাখায় ৩৩০১৯৭৯ নম্বর সেভিংস এ্যাকাউন্টে থাকা ১,২৮,২০০.৬৫ (এক লক্ষ আঠাশ হাজার দুই শত টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা) জন্য সাকশেসন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্তে অত্র আদালতে উপরোক্ত দরখাস্তকারী দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তির জারির ত্রিশ দিনের (৩০ দিন) মধ্যে অত্র আদালতে বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের এক তরফা বিচার হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে তাহার প্রার্থীত সাকশেসন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Angana Dasgupta
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর
০৪-০১-২৪

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-মুর্শিদাবাদ

চৌকি কান্দীস্থিত মাননীয় সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন দ্বিতীয় আদালত

Misc Probate-01/2023

দরখাস্তকারী- মহিউদ্দিন আহম্মেদ

বঃ

প্রতিপক্ষ- মইনুদ্দিন আহম্মেদ দিং

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **ফিরোজ আলম**, পিতা-মৃত মহঃ হেদায়েত আলী, সাং-বেলগ্রাম, থানা-বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ মহাশয় গত ইংরাজী ১৬/০৪/২০১৮ তারিখ পাঁচথুপী রেজিষ্ট্রী অফিসের **১২১৩০০০০২/২০১৮** নং অছিয়ৎনামা দরখাস্তকারী বরাবর সম্পাদন ও নিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন। সেইকারনে (খ) তপশীল সম্পত্তির উপর অবস্থিত (ক) তপশীল বর্নিত পেট্রোল পাম্পখানি (গ) তপশীল বর্নিত অছিয়তনামা অনুসারে প্রবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন উক্ত প্রবেটের বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে ।

তপশীল-(ক)

Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) Limited Dealership Style- M/S-Chatterjee Highway Filling Station, Panchthupi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Vill-Sona Bharui Badyanathpur More, P.S-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, License No-O/EC/WB/14/1727 (P59525)

তপশীল -(খ)

জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-বড়ঞা, মৌজা-সোনাভারুই

দাগ নং	রকম	পরিমান
আর.এস ও এল.আর.- ৩৪১৮	আমন	১১৮ ডেঃ মধ্যে ৩৪ ডেঃ
আর.এস ও এল.আর.- ৩৪৫৪	আমন	১৪ ডেঃ মধ্যে ০৭ ডেঃ
আর.এস ও এল.আর.- ৩৪৫৫	আমন	১৩ ডেঃ মধ্যে ০৭ ডেঃ
আর.এস ও এল.আর.- ৩৪৫৬	আমন	২১ ডেঃ মধ্যে ১২ ডেঃ

তপশীল (গ)

পাচথুপী রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত অছিয়ৎনামা Being No- 121300002 for the year 2018 Volume No-1213-2018, Page from-11-21 Book-III লিখিতং- ফিরোজ আলম বরাবর :- মহিউদ্দিন আহাম্মেদ

সেরেস্তাদার
অনিতা সাহা
সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন দ্বিতীয় আদালত কান্দী মুর্শিদাবাদ, ২৪/০১/২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

অষ্টম দুয়ারে সরকার কর্মসূচি যোগ্য প্রাপকদের হাতে সুবিধা পৌঁছে দিতে ডেডলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত মাসে শেষ হওয়া অষ্টম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির সুবিধা যোগ্য প্রাপকদের হাতে পৌঁছে দিতে ডেডলাইন বেঁধে দিল রাজ্য সরকার। বুধবার ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ১০০ শতাংশ পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে বলে মুখ্যসচিব বিপি গোপলিকা নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ব্লক স্তরে জনসংযোগ কর্মসূচি চলছে। গত ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই কর্মসূচি চলছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ২০টি পরিষেবার এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে নবান্ন। তবে এবার দুয়ারে সরকার কর্মসূচি নিয়েও যাতে কোনও টালবাহানা না হয়, বিশেষ করে পরিষেবা পৌঁছে দিতে তার জন্য আবারও কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ২০টি প্রকল্পের ১০০শতাংশ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বাকি প্রকল্পগুলোর পরিষেবা এখনও ১০০ শতাংশ হয়নি। তার জেরেই পরিষেবা দ্রুত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অষ্টম দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ৭৩ লক্ষ ৮০ হাজার ১০১টি। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৭২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৪৩ টি আবেদনের। অর্থাৎ ৯৮.৩১ শতাংশ আবেদনেরই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪ লক্ষ ১১ হাজার ৮৩৩ জন আবেদনকারীকে ইতিমধ্যেই তাদের প্রার্থিত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৮৬.৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রেই পরিষেবা দেওয়ার কাজ সম্পন্ন। বাকি যে সামান্য অংশের উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছায়নি সেই পরিষেবাও দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ জেলাশাসকদের দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বর মাসে রাজ্য জুড়ে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কিন্তু পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকদের একাংশের গড়িমসি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি জেলাশাসকদের নিয়ে এক বৈঠকেও তিনি এই বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। একই সঙ্গে , নির্দিষ্ট আইনের ধারা উল্লেখ করে দোষী কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। তারপরেই এই বিষয় নিয়ে কঠোর অবস্থান নিল নবান্ন।

গান্ধিজীর মৃত্যু বার্ষিকীতে ৩০ জানুয়ারি মঙ্গলবার শহিদ দিবস পালন করল মেট্রো রেল। এদিন ১১ টা থেকে ২ মিনিট মেট্রোর কর্মী ও আধিকারিকরা ২ মিনিট নীরবতা পালন করলেন মেট্রো স্টেশন ও অফিসে। জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানানো হয় এভাবে।

কথা রাখলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের রূপসা-বাঙ্গরিপসি সেকশনে মানচাপাড়াতে একটি নতুন স্টেশনের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে আর্জি জানিয়েছিলেন। এবার তাঁদের সেই অপেক্ষার অবসান হল। দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে খবর, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ২০২৪ সালের ১৩ জানুয়ারি এই এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপরই রেলমন্ত্রীর বিশেষ পদক্ষেপে সম্প্রতি রেল বোর্ডের কাছ থেকে খড়্গপুর বিভাগের রূপসা-বাঙ্গরিপোসি শাখার জুগপুরা এবং ঠাকুরতোটা স্টেশনের মধ্যে মানচাপড়ায় একটি হল্ট স্টেশন নির্মাণের কথা বলা হয়।

একইসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ভারতীয় রেল বর্তমানে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তার মানোন্নয়ন করছে। যেমন, রেল মন্ত্রী তাঁর সফরের দুই সপ্তাহের মধ্যে ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলার মানচাপাদা এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলির জন্য একটি নতুন স্টেশন তৈরির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। এরফলে স্থানীয় বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। নতুন এই স্টেশনে ছাত্রছাত্রী, ছোট ব্যবসায়ী, শ্রমিক, নিত্যযাত্রী, নিত্যযাত্রী, নিত্যযাত্রীদের জন্য দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হবে। তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মানচাপাদা হল্ট স্টেশন থেকে সুবিধাজনক ট্রেনেও উঠতে পারবেন।

ই-অফিস মোডের ফাইলই নেবে অর্থ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ই-অফিস মোডে ফাইল ছাড়া হাতে হাতে কোনও ফাইল আর নেবে না অর্থ দপ্তর। সম্প্রতি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০১৮ তেই অফিস মোড পদ্ধতি চালু হওয়ার ৫ বছর পরেও এখনও প্রচুর ম্যানুয়াল ফাইল আসছে অর্থ দপ্তরে। তাই ২০২৪-এ কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নিতে ই-অফিস মোডেই ফাইল পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হল। কোনওভাবেই এই নির্দেশিকা অমান্য করা যাবে না। এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলি হল, কোনও নতুন প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য সংক্রান্ত ফাইল, চুক্তিপত্র সংক্রান্ত ফাইল, কোনও কর্মী বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত সংক্রান্ত ফাইল, কোর্ট কেস এবং রেফারেন্সের জন্য পুরনো ফাইল।

রিয়েলমির নতুন সংযোজন রিয়েলমি ১২ প্রো সিরিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিয়েলমির নতুন সংযোজন রিয়েলমি ১২ প্রো সিরিজ। মঙ্গলবার রিয়েলমির তরফ থেকে বাজারে আনা হল ৫জি পেরিস্কোপ টেলিফোটো সম্পন্ন এক স্মার্টফোন। রিয়েলমির এজিএম ইন্ডিয়া প্রতীক রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, রিয়েলমি ১২ প্রো সিরিজ ৫জি একটি বিলাসবহুল ঘড়ির দ্বারা অনুপ্রাণিত ডিজাইনে নির্মিত যা বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিলাসবহুল ঘড়ি ডিজাইন মাস্টার অলিভিয়ার সাভেও-এর সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ২০২৪-এর ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা থেকে রিয়ালমি ডট কম এবং ফ্লিপকার্টে আর্লি অ্যাক্সেস সেল চলাকালীন ক্রেতারা রিয়েলমি ১২ প্রো সিরিজ ৫জি-তে ২ হাজার টাকার ছাড় পেতে পারেন। প্রথম সেল শুরু হবে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, দুপুর ১২টা থেকে।

একশো দিনের বকেয়া নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্রকে চাপ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা কেন আটকে রাখা হয়েছে? সোমবার সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে এই এই প্রশ্নেই কেন্দ্রকে চেপে ধরল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, এতদিন ধরে বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। বিগত কয়েকবারের মতো এবারও অনুপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তাঁর পরিবর্তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী এবং অর্জুন রাম মেঘওয়াল বৈঠকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার চিফ হুইপ সুখেন্দু শেখর রায়। বৈঠকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দেশের যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো শেষ হয়ে গিয়েছে এই সরকারের আমলে। ক্রমাগত বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করছে তারা। এই মুহূর্তে মনরেগা খাতে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া ১ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকা। শুধুমাত্র ১০০দিনের কাজেই বাংলার বকেয়া ৮ হাজার কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সাংসদের সাথে নিয়ে নিজে এসে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন দুই পক্ষের সচিবরা বসে সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু কোনওসিদ্ধান্ত হলো না। কেন্দ্র পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী বলতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি ২ ফেব্রুয়ারি থেকে অবস্থান সত্যাগ্রহতে বসবেন।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ ১৬ মাঘ ১৪৩০ বুধবার

দুই বিচারপতির দ্বন্দ্বে অস্বস্তি, এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে বিচারপতি বনাম বিচারপতি সংঘাত নিয়ে তোলপাড় আইনজীবী মহল। মামলা পৌঁছেছে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টের সওয়াল-জবাবে বিচারপতিদের নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সুপ্রিম কোর্ট যখন এই ইস্যুতে স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ করেছে, তখন এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। মঙ্গলবার এজলাস ছেড়ে বের হওয়ার সময় এ নিয়ে মন্তব্যও করেন তিনি।

তবে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম কোনও বিচারপতির নাম উল্লেখ করেননি এদিন। নাম না করেই প্রধান বিচারপতির বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয় এই ন্যায়ালয়ে। ভারতবর্ষের অন্যতম

প্রধান হাইকোর্ট হিসেবে গন্য করা হয় এই হাইকোর্টকে। এই ঘটনা আগামীদিনে জনমানসে প্রভাব ফেলবে।'

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট দেশের সবথেকে পুরনো হাইকোর্ট। আর সিঙ্গল বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চের এই সংঘাত সেই আদালতে কার্যত নজিরবিহীন। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মেডিক্যাল সংক্রান্ত মামলার নির্দেশনামায় বিচারপতি সৌমেন সেনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। এদিকে আবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন স্পেশাল বেঞ্চে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা করেছে রাজ্য সরকার।তবে এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও বিচারপতি সম্পর্কে মন্তব্য করা যাবে না। সোমবার আইনজীবী কপিল সিব্বল তাঁর সওয়ালে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেলে, থামিয়ে দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, ভুলে গেলে চলবে না, একজন হাইকোর্টের বিচারপতি সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। এতে হাইকোর্টের গরিমা ক্ষুন্ন হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

নিজের সার্ভিস রিভলভারের গুলিতে মৃত্যু পুলিশকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালার পর্ণশ্রীতে নিজের সার্ভিস রিভলভারের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল পুলিশকর্মীর। পুলিশ সূত্রে খবর, এই পুলিশকর্মীর নাম পুলক ব্যাপারী। বছর পঁয়ত্রিশের ওই কনস্টেবল ওয়ারলেস ব্র্যাঞ্চে কর্মরত ছিলেন। বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকায় গোপাল মিশ্র রোডে একটি আবাসনের দোতলায় প্রায় এক বছর ধরে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ ওই ফ্ল্যাটের ভিতরেই নিজের সার্ভিস রিভলবারে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। গুলি লাগে পুলিশ কনস্টেবলের মাথায়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই থাকতেন মৃত পুলিশকর্মী। যখন তিনি গুলিবিদ্ধ হন, সেই সময় স্ত্রী-পুত্র বাড়িতেই ছিলেন। মঙ্গলবার

আনুমানিক বিকেল চারটে নাগাদ প্রতিবেশীরা ওই ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে বিকট জোরে গুলির শধ শুনতে পান। এরপরই স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে হাজির হন। এদিকে খবর দেওয়া হয় পর্ণশ্রী থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ কনস্টেবল পুলক ব্যাপারীকে ফ্ল্যাটের থেকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন ওই পুলিশ কনস্টেবল। তবে যদি আত্মঘাতী হয়ে থাকেন, তবে কী কারণে এই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, সেটি এখনও পরিষ্কার নয়। বেহালার পর্ণশ্রী থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে যান লালবাজারের ফরেন্সিক বিভাগের অফিসাররাও।

সরকারি স্কুলে পঞ্চমের ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা! ধৃত নিরাপত্তা রক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুল, যেখান থেকে পড়ুয়ারা শুধু পড়াশোনার পাঠ নয়, সমাজজীবনে শিক্ষারও পাঠ পায়, সেখানেই যৌন হেনস্তার অভিযোগ?

স্কুলের মধ্যেই নাবালিকার উপর যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল শহরতলিতে। ঘটনাস্থল কেষ্টপুরের এক সরকারি স্কুল। অভিযোগ, পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে স্কুলের বাথরুমের ভিতর টেনে নিয়ে যায় স্কুলের নিরাপত্তা রক্ষী। ওই ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করা হয়। এই ঘটনায় ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করলে ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই পরিবারের তরফে ওই স্কুলের দারোয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় বাগুইআটি থানায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি পদক্ষেপও করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে।

এদিকে সূত্রে খবর, ঘটনাটি যখন ঘটে তখন স্কুলে ক্লাস চলছিল। পঞ্চম শ্রেণির ওই পড়ুয়াও তখন ক্লাসেই ছিল। সেই সময় ক্লাসের প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র কম

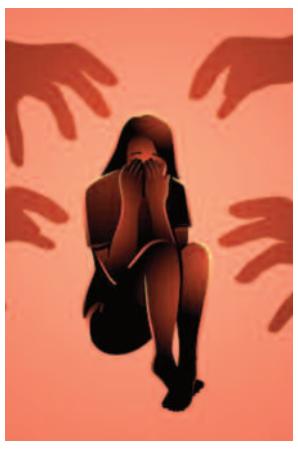

পড়েছিল। শিক্ষিকাই ওই ছাত্রীকে বলেছিলেন, কাগজপত্র নিয়ে আসার জন্য। সেই মতো সেগুলি আনতে যাচ্ছিল ওই ছাত্রী। অভিযোগ, সেই সময়েই এই ঘটনা ঘটায় স্কুলের নিরাপত্তা রক্ষী। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি সেই সময় স্কুলের বাথরুমের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকেই ছাত্রীকে ডাকে। কিন্তু ওই ছাত্রী কোনও সাড়া না দিতে এগিয়ে যেতেই তার হাত ধরে জোর করে বাথরুমের ভিতরে টেনে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ভয় দেখানো হয় ঘটনার কথা কাউকে যাতে না জানায় ওই ছাত্রী। ভীষণ ভয় পেয়ে যায় পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রী। পরে গোটা বিষয়টি নিজের এক বান্ধবীকে জানায় সে। এরপর ওই বান্ধবী ওই ছাত্রীর দিদিকে জানায় বিষয়টি। এই যৌন হেনস্থার অভিযোগ পরিবারের কানে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ওই স্কুলের নিরাপত্তা রক্ষীকে গ্রেপ্তার করে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানান, 'যখন জানতে পেরেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি স্কুলে চলে এসেছি। যা ঘটেছে, আমি খুবই দুঃখিত। এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। আইন আইনের পথে চলবে। ওই ব্যক্তি যদি দোষ করে থাকেন, তাহলে উনি শাস্তি পাক। বিষয়টি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওই ব্যক্তিকে আমরা আর কাজে রাখব না।'

একধাক্কায় প্রায় ৩ ডিগ্রি বাড়ল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৩. ৪ ডিগ্রি থেকে ১৬ ডিগ্রি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৩ ডিগ্রি বাড়ল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। ফলে শীতের বদলে এখন আরামদায়ক হাওয়া। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলে বঙ্গোপসাগরে উচ্চচাপ বলয় তৈরি হবে।

এর প্রভাবে সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। ঝাড়খণ্ডেও ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলিতে ও নদিয়ায়।

উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং ও কালিম্পঙে। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। শনিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। তবে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনা আর নেই। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন সকাল থেকে রোদ থাকলেও, বেলা বাড়তেই আকাশ মেঘলা হয়ে যায়।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু বার্ষিকীকে শ্রদ্ধা। ছবি: অদিতি সাহা

ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সাত সকালে একটি বড় ট্রাভেলার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে লাইট পোস্টে। এই ধাক্কার প্রতিগাতে গাড়ির ডানদিকের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। তবে অফিস টাইমে এই ঘটনা ঘটনায় যানজটের সৃষ্টি হয় মা উড়ালপুলে।

মঙ্গলবার অফিস টাইমে অন্যান্য দিনের মতোই ব্যস্ত ছিল মা উড়ালপুল। জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ একটি শাটল ট্রাভেলার গাড়ি আসছিল পার্ক সার্কাস থেকে চিংড়িঘাটা যাওয়ার রাস্তার দিক থেকে। গাড়ির গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে লাইট পোস্টে। গাড়ির ডানদিকে অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দ্রুত গতিতে থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক

অনুমান।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়িটির গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে মা ফ্লাইওভারের দুটি লেনের মধ্যেখানে যে ফুটপাতে উঠে যায় সেটি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় গাড়ির অংশ ও বাতিস্তম্ভের কিছু অংশ। যদিও এই ঘটনায় আহতের কোনো খবর নেই। প্রসঙ্গত, মা ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনার ঘটনা নতুন নয়। গত বছরই মৃত্যু হয় এক ছাত্রর। আহত হন আরও চারজন। এমনকী, এই উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় অনেককেই।

রাজনৈতিক সৌজন্য, তৃণমূলের কর্মসূচিতে মাইক বন্ধ বামেদের

পাল্টা সৌজন্য দেখালেন তৃণমূল বিধায়কও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজনীতির ময়দানে যখন প্রতিনিয়ত চলছে কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তখন সৌজন্যের রাজনীতির সাক্ষী থাকল বেলেঘাটার গান্ধী ভবন। মঙ্গলবার, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রায় একই সময়ে ভিন্ন কর্মসূচি ছিল বাম ও তৃণমূলের। সেখানেই ধরা পড়ল এক সুন্দর ছবি। তৃণমূলের মানব বন্ধন কর্মসূচির জন্য নিজেদের অনুষ্ঠানের মাইক বন্ধ রাখল রাজ্য বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। দুই কর্মসূচির ফারাক ছিল পঁচিশ মিটারের মতো।গান্ধীভবনের কাছে মঙ্গলবার সকালে জোড়া কর্মসূচি ছিল। একটি বামেদের। অন্যটি তৃণমূলের। তৃণমূলের মানব বন্ধন কর্মসূচি চলছিল, তখন গান্ধীভবনের কাছে মঞ্চ বেঁধে বক্তব্য রাখছিলেন বাম নেতারা। মাত্র কয়েক পা ব্যবধানেই দুই দলের দুই কর্মসূচি। সেই সময় তৃণমূলের মানব বন্ধন কর্মসূচির জন্য বামেদের কর্মসূচির মাইক কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে রাখা হয় বাম নেতৃত্বের তরফে।

আবার অন্যদিকে বামেরা যখন এদিন বেলেঘাটায় গান্ধী ভবনে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিচ্ছিলেন, তখন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন স্থানীয় বিধায়ক পরেশ পালও। বামেদের সকলের মালা দেওয়া শেষ না পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। মাঝে অল্প বিস্তর কথাও বললেন বাম নেতাদের সঙ্গে। বাম নেতাদের সবার শ্রদ্ধা নিবেদন হয়ে যাওয়ার পর বিধায়ক গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।রাজ্য রাজনীতিতে দিনভর রাজনীতির যে কচকচানি লেগে রয়েছে, যেভাবে প্রতি নিয়ত বাম ও তৃণমূল একে অন্যের বিরুদ্ধে কার্যত বিষোদগার করছে, সেরকম একটা সময়ে এই দৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই সৌজন্যের রাজনীতিতে এক নতুন বার্তা দেয় বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আইনি নির্দেশ সত্ত্বেও হুইলচেয়ার-বান্ধব করা হয়নি কলকাতা বইমেলাকে

অশোক সেনগুপ্ত

আইনে বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা বইমেলাকে হুইলচেয়ার-বান্ধব করা হয়নি বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হুইলচেয়ারের ওপর নির্ভরশীলরা। বিষয়টি নিয়ে তাঁদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়েছে।

রাইট টু পার্সনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি অনুযায়ী যে কোনও মেলা-প্রদর্শনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা 'পাবলিক প্লেস'-এ র‍্যাম্প থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অভিযোগ, বারবার বলা সত্ত্বেও কলকাতা বইমেলাকে এবারেও হুইলচেয়ার-বান্ধব করা হয়নি।

সেরিব্রাল পালসি-তে আক্রান্ত প্রিয়াঙ্কা দে-র শারীরিক অক্ষমতা ৮০ শতাংশ। চলাফেরার জন্যে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে হয়। স্নাতক থেকে শুরু করে গবেষণা পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এ রকমই আর একজন শিক্ষিকা স্বরূপা দাস। ওঁরা বই পড়তে ভালবাসেন। দু'জনই বইমেলায় গিয়ে হোঁচট খেয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার বলা সত্ত্বেও, আইনে বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাম্প হয়নি।

প্রিয়াঙ্কা, স্বরূপা-রা এই প্রতিবেদককে জানান, '২০২২ সালে আমরা দেখলাম বইমেলা একেবারেই প্রতিবন্ধী বান্ধব নয়। সিদ্ধান্ত নিলাম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার প্রতিবন্ধী বান্ধব পরিস্থিতি করতে আমরা উদ্যোগী হব। সেই সময় প্রায় কোনও স্টলে র‍্যাম্প ছিল না, থাকলেও সেটা ব্যবহার অযোগ্য। বইমেলার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। প্রায় ৭ মাস লড়াইয়ের পর বইমেলা কর্তৃপক্ষের অন্যতম কর্ণধার ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। মেলায় প্রতিবন্ধী মানুষদের কী অসুবিধা হয় সেটা ত্রিদিববাবুকে জানাই এবং তিনি আমাদের দাবিগুলো পাঠাতে বলেন। সেই মত একটা ইমেল বইমেলা কর্তৃপক্ষকে পাঠাই এবং ২০২৩ এ বইমেলা শুরুর আগে বইমেলা ঠিক মতন প্রতিবন্ধী বান্ধব হল কিনা তার মূল্যায়ন করার জন্যে বইমেলা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই। কারণ প্রতিবন্ধী মানুষ ছাড়া তাদের পরিকাঠামোর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বইমেলা কর্তৃপক্ষ আমাদের পাঠানো মেল-এর উত্তর দেয়নি।'

তিনি বলেন, 'বাধ্য হয়ে শারীরিক অক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রককে বিষয়টা জানাই। সেখান থেকে রাজ্যের ডিসঅ্যাবিলিটি কমিশনার মারফত বইমেলা

কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবি অনুযায়ী বইমেলাকে প্রতিবন্ধী-বান্ধব করার নির্দেশ যায়। কিন্তু ২০২৩ এ আমরা আবারও বইমেলা গিয়ে হতাশ হই। কারণ আমাদের দাবি অনুযায়ী বইমেলা কর্তৃপক্ষ শুধু প্রকাশকদের উদ্দেশে একটা র‍্যাম্প তৈরির নির্দেশ দিয়েই দায় সারেন। র‍্যাম্পগুলোর কোনওটা হুইলচেয়ার ব্যবহারের উপযুক্ত নয় এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রতিবন্ধী বান্ধব শৌচাগার বলে যেটা লেখা ছিল, সেটাও ব্যবহারযোগ্য ছিল না। সেটাও আমরা ডকুমেন্টেড করি।'

তাঁদের আক্ষেপ, ২০২৪ এও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। স্টলগুলোর ভিতরে প্রতিবন্ধী মানুষরা যেতে পারছেন না। মন্ত্রকের নির্দেশ পালন করছে না বইমেলা কর্তৃপক্ষ। তাহলে এই বইমেলা কি প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্যে নয়? আমরা যারা বড় তাদের কথা ছেড়ে দিন প্রতিবন্ধী শিশুদের আমরা এই বইয়ের আলোকময় জগৎ থেকে কি অন্ধকার ভবিষ্যৎ এর দিক ঠেলে দিচ্ছি না? জানি না এই লড়াই কতদিন চলবে।

এ ব্যাপারে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিবেদকের কাছে স্বীকার করেন, মেলায় পর্যাপ্ত র‍্যাম্প থাকা উচিত। মেলার জায়গাটা মূলত কেএমডিএ-র। তাদের কিছু কাজ করে দিতে হবে। ডেকোরেটরদের র‍্যাম্প তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সর্বত্র তারা করে উঠতে পারেনি। ত্রিদিববাবুর কথায়, 'সমস্যাটা কোথায়, কতটুকু, এটা খতিয়ে দেখতে হবে। মেলায় হাজারো ব্যস্ততায় এ বিষয়টায় যথাযথ নজর দেওয়া যায়নি। তবে, শীঘ্রই এটা দেখব।'

প্রিয়াঙ্কার দাবি, মেলায় অল্প কিছু স্টলে র‍্যাম্প থাকলেও তা করা হয়েছে দায়সারাভাবে। তার ঢাল এতো বেশি অথবা, ঢালের ওপর একাধিক বাধা যে হুইলচেয়ার তোলা যায় না। এ ব্যাপারে কেবল 'নির্দেশ দিয়েছি' বলে দায় সারলে চলবে না। হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের পরামর্শ নিয়ে সময় হাতে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজটা করাতে হবে।

প্রিয়াঙ্কা এই প্রতিবেদককে জানান, 'আমি দি ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাকসেসেবল নামে একটি ফেসবুক পেজে আছি। ২০২১ সালে আমি, অর্ণব কুমার হালদার কয়েকজন সমমনস্ক হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী একটা সংগঠন তৈরী করতে উদ্যোগী হই। হুইলচেয়ার উজার্স এসোসিয়েশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল নামে একটি সংগঠন করেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেগুলো কতটা প্রতিবন্ধী বান্ধব করে গড়ে তোলা যায় সেটা দেখা। আমাদের কাজ শুরু হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের র‍্যাম্প-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। কর্তৃপক্ষ আমাদের পাঠানো প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন কথা দিয়েছেন। সেই কাজ এখনও চলছে।'

৬ লাখে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন

পুলিশি পদক্ষেপের নির্দেশ স্বাস্থ্য সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি নজরে আসছিল মেডিক্যালে ভর্তির চকচকে বিজ্ঞাপন। যেখানে বলা হয়েছে, ৬ লাখ টাকার বিনিময়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে নিশ্চিত ভর্তি। আর এই বিজ্ঞাপন নজরে আসতেই জল্পনা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে। এদিকে নিয়ম অনুসারে সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হওয়া সম্ভব। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এভাবে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় কি না তা নিয়েও। এরপরই সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য সচিব।

এদিকে সূত্রে খবর, নিট-২০২৪ সালের বিষয়টির পাশাপাশি এই বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হয়। যেখানে দাবি করা হয়েছিল, কোনও অগ্রিম টাকা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির গ্যারান্টি। এক্ষেত্রে নিট পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৬৬ নম্বর আবশ্যক। সঙ্গে ছিল সংস্থার দুটি নম্বর ও

৬ লাখ টাকার বিনিময়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে নিশ্চিত ভর্তি। আর এই বিজ্ঞাপন নজরে আসতেই জল্পনা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে। এদিকে নিয়ম অনুসারে সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হওয়া সম্ভব। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এভাবে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় কি না তা নিয়েও।

ঠিকানা।এদিকে শিক্ষামহলের একাংশ জানাচ্ছেন, 'ছয় লাখ টাকা দিয়ে এভাবে ভর্তির কথা বলা সম্ভব নয়। নিট-এর ফলাফলের উপর কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া হয় এবং নিয়ম মেনে এরপর ভর্তি প্রক্রিয়া হয়।'

তবে ৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন কী কারণে সে ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও একইসঙ্গে 'ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন'-এর জন্য আলাদা করে ১০ হাজার টাকাও চাওয়া হয়েছিল ওই বিজ্ঞাপনে। এখানেই বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, 'এভাবে মেডিক্যালে অ্যাডমিশন পাওয়া যায় না বা সম্ভব নয়।'

এই বিজ্ঞাপন দেখে কোনও পড়ুয়া প্রতারণা চক্রে পা দেবেন না তো, এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়। অভিজ্ঞ মহলের কথায়, প্রতি বছর লাখ লাখ পড়ুয়া চিকিৎসক হওয়ার আশা নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিজ্ঞাপন তাঁদের জন্য একটি প্রলোভন হতে পারে।

এবার এরই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সচিব নির্দেশ দেন, ঘটনাটি সম্পর্কে পুলিশি তদন্তের। পাশাপাশি চিকিৎসাক্ষেত্রে ভর্তির জন্য যদি কোনও ভুয়ো ফাঁদ পাতা হয় তার থেকেও রক্ষা পাবেন বহু পড়ুয়া, মনে করা হচ্ছে এমনটাই। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফ থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি।

সম্পাদকীয়

হাটেই হাঁড়ি ভাঙছে কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট

সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক মডেলের কথা বলা হলেও ধনবৈষম্য দূর হওয়ার বদলে বেড়েই চলেছে। হালফিল যে 'শ্রীবৃদ্ধির' সাফাই গাওয়া হচ্ছে, সেখানেই প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো বিরাজ করছে অধিক বৈষম্য। নীচের দিকের ১০-২০ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিমাসের আয় ৬-১২ হাজার টাকার মধ্যে। ইউএনডিপির বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষের অবস্থান বিপিএল হিসেবে। এজন্যই টানা একদশক সরকার চালাবার শেষলগ্নে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রীকে ঘোষণা করতে হয়েছে, ফ্রি রেশন বণ্টনের মেয়াদ আরও পাঁচবছর বাড়ানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, রেশনে বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের দাবিদার প্রায় ৮০ কোটি মানুষ। মনরেগায় কাজ পাওয়ার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকে ১৫-১৬ কোটি নরনারী। গৃহপরিচারিকার কাজ পাওয়ার জন্য সরকারি পোর্টালে নাম তুলে রেখেছে প্রায় তিন কোটি মহিলা। এই ছবিটা যে কোনওভাবেই কোনও দেশের সমৃদ্ধির বিজ্ঞাপন হতে পারে না, সেটা একটা নির্বোধও বোঝে। তারপরও কি আমুদে ঢাকির অভাব ঘটেছে? বস্তুত, প্রাচুর্যে ভরপুর শ্রেণিটাই দেশের কোটি কোটি মানুষের জন্য 'প্রক্সি' দিয়ে চলেছে। তারাই মোদির ভারতের 'আচ্ছে দিন'-এর 'মুখ'। এমন মুখগুলোও যে মোদির প্রশাসনের ব্যর্থতা ঢাকতে অপারগ! হাঁড়ি হাটের মেঝেই ভেঙে দিচ্ছে মোদি সরকারেরই কোনও কোনও রিপোর্ট, পরিসংখ্যান। আগামী মার্চ মাসে শেষ হচ্ছে চলতি অর্থবর্ষ। তারপর দেশের আর্থিক পরিস্থিতি কী হতে পারে? তার পূর্বাভাস নির্দেশক একটি রিপোর্ট সম্প্রতি পেশ করেছে পরিসংখ্যান মন্ত্রক। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, করোনাকালের মতো অনিবার্য পরিস্থিতি মোকাবিলার বাধ্যবাধকতা না-থাকা সত্ত্বেও চলতি অর্থবর্ষে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থমকে গিয়েছে। ব্যাপারটা করোনাকাল বাদ দিলে দু'দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। নিট আয়, মোট আয় দুটোর নিরিখেই ধরা পড়েছে এই হতাশা। অর্থাৎ চলতি অর্থবর্ষেই জোরালোভাবে ধাক্কা খেতে চলেছে ভারতবাসীর গড় মাথাপিছু আয়। প্রান্তিক জনগণের এই করুণ চিত্র না বদলালে কীসের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি?

আনন্দকথা

আমোদ করিতে করিত মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারান্দায় নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

আনন্দনিকেতন

কালীবাড়ি আনন্দনিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবর সৌরভকূল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবত হইতে রাগরাগিণী সর্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে মঙ্গলারতির সময়।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রীতি জিন্টা

১৯৭১ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবশ্রী চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৭৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রীতি জিন্টার জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋতুরাজ গায়কোয়ারের জন্মদিন।

'গান্ধীগিরি'র মধ্যে গান্ধীজিকে খুঁজে পাওয়া যায় না!

স্বপনকুমার মণ্ডল

গান্ধীজির আদর্শকে পাথেয় করে 'গান্ধীগিরি'র আবেদন একালেও সমান সক্রিয়। তখন মনে হয়, গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা আজও কত প্রাসঙ্গিক ও তীব্র আবেদনক্ষম। শুধু তাই নয়, আদর্শ পথ হিসেবে অহিংসার সফল রূপায়ণে গান্ধীজির অবদান 'গান্ধীগিরি'তে সজীব ও সবুজ হয়ে ওঠে। যেন 'গান্ধীগিরি'তেই গান্ধীজির উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রবহমান। অথচ তাতে গান্ধীজিও নেই, গান্ধীবাদও সুদূরপরাহত। আসলে ছদ্মবেশের মধ্যে নিজেকে আড়াল করা যায়,আত্মগোপন একেবারেই নয়। হিংসাদীর্ণ সমাজজীবনে গান্ধীজির অহিংসার আদর্শের মোড়কের অন্তরালে সংগোপনে থাকা হিংসার দাঁতনখ আড়াল করা যায় না। সেক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা নয়, তাঁর অস্তিত্বের বিকারই প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আলোয় তাঁকে বরণ করা যত সহজ,ধারণ করা ততই কঠিন। গান্ধীজি ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠান থেকে আদর্শ। সেই আদর্শেই তাঁর প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রভাবশালী জনপ্রিয় জননেতাই নন, সারা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও আলোচিত ব্যক্তির নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী(১৮৬৯-১৯৪৮)। নিজের নামে নয় পদবিতেই তাঁর বিস্ময়কর পরিচিতি। সেক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তাই সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে জনগণের মনে মহাত্মার স্বীকৃতি তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধারই নামান্তর। এদেশের জনগণনন্দিত জননেতা স্বাভাবিক ভাবেই জাতির জনকের আসনে সমাসীন হয়েছেন। সেক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবর্ষেই নয়, স্বাধীন ভারতেও গান্ধাজির অপরিসীম প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার সেদিক থেকেই একদিকে তাঁর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত রাজনৈতিক বিরোধিতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে, অন্যদিকে গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধে তাঁর প্রতি বিমুখতাও স্ববাকমূর্তি লাভ করেছে এবং নানাভাবে বিতর্কের পরিসরকে জিইয়ে রেখেছে যা আজও সমান সচল। সেক্ষেত্রে গান্ধীজির রাজনৈতিক আদর্শ ও সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমালোচনার মধ্যেই তাঁর প্রভাব যেমন প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে, তেমনই স্বাধীন ভারতে গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধে তাঁকে অস্বীকার করার প্রবণতাও জেগে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়, তাঁর জীবন ও আদর্শ কংগ্রেসের দলীয় পরিসরেই ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতিতে তিনি যেভাবে আত্মত্যাগের মহিমায় ব্যবহৃত হয়ে থাকেন, সেভাবে প্রভাব জনজীবনে বিস্তার লাভ করেনি। সেখানে তাঁর মহত্ত্ব শ্রদ্ধাবনত করলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তাঁকে ধারণ করার পরিচয় মেলে না বললেই চলে। অন্যদিকে তাঁর স্বয়ংসেবক শিক্ষাদর্শও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে উপেক্ষিত। সমাজে অস্পৃশ্যতা আজও প্রবহমান। আবার সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরাও তাঁর হরিজন আন্দোলনে আস্থা খুঁজে পায়নি। সবদিক থেকেই গান্ধীজির মত ও পথের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে বলে মনে হতে পারে। তাঁর অহিংস আন্দোলনের পথ 'গান্ধীগিরি'তে এসে ঠেকেছে, আত্মসুখপরায়ণ দেশবাসীর কাছে তাঁর সত্যাগ্রহের চেয়ে সুখাগ্রহ উগ্র হয়ে উঠেছে, তাঁর আত্মনির্ভরতার আদর্শ শুধু তাঁর জন্মদিনে প্রতীকী চরকা কাটায় টিকে আছে মাত্র। স্বাভাবিক ভাবেই গান্ধীজির গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা। আপাতভাবে ভোগসর্বস্ব আধুনিকতায় গান্ধীজির আদর্শ অচল ও তাঁর জীবনাদর্শ কল্পিত মনে হলেও বাস্তবে কি তাই? একেবারেই না। সেক্ষেত্রে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাস্তবতার অভাববোধে মতানৈক্য থেকে বিতর্কের পরিসর যেমন তাঁকে অমান্য করার প্রবণতায় ক্রমশ নিবিড় করে তুলেছে, তেমনই তাঁর গড়ে তোলা ব্যতিক্রমী জীবনাদর্শকে আত্মস্থ করার অক্ষমতা থেকে জীবিতকালেই অপ্রাসঙ্গিকতাবোধে অস্বীকারের প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার দ্বন্দ্বে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা অচিরেই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি করে এবং সেই ধারা ক্রমশ বহমান।

আসলে আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের মহৎ আদর্শের সাধনায় গান্ধীজির স্বরচিত জীবন ও আদর্শ তাঁকে ক্রমশ উত্তরণের পথে সক্রিয় করেছিল। সেখানে তাঁর পথের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু স্বকীয় আদর্শে তিনি ছিলেন অবিচল ও অমলিন। স্মরণীয়, যেভাবে তাঁর জীবন উত্তরণের পথে সক্রিয় হয়েছিল,তা বাধাবিঘ্নপেরিয়ে বা প্রতিকূলতা জয় করার পথ নয়, রীতিমতো কঠোর থেকে কঠোরতর সাধনার শপথ। 'গান্ধী' কথাটির মানে 'বেনিয়া' বা 'বেনে'। সেদিক থেকে বংশগৌরব শিক্ষা ও সাধনায় আভিজাত্যপূর্ণ না হলেও ভোগবিলাসে বনেদি পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়েছিল । শুধু তাই নয়, গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশে গান্ধীজি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণা, পূজার্চনায় তাঁর অখণ্ড মনোযোগ। তাঁর বাবা ছিলেন গুজরাটের পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান। সেদিক থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি আর ভোগবিলাসে স্বাচ্ছন্দ্য সবই তাঁর ভবিষ্যতের সাধক জীবন গড়ার অন্তরায়। অভাব মানুষকে যত চিন্তায় কর্মে সক্রিয় করে, প্রাচুর্য তেমন অলস ও কর্মবিমুখ গড়ে তোলে। অন্যদিকে ছাত্রজীবনেই তেরো বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী কস্তুরবাও ছিল সুযোগ্যা সহধর্মিণী। সবদিকেই তাঁর আনুকূল্য তাঁর উত্তরণের সহায়ক ছিল না। অন্যদিকে পরিবারের জনৈক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে উনিশ বছর বয়সে (১৮৮৭-র সেপ্টেম্বর) বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। প্রায় চার বছর বাদে দেশে ফিরে এসে রাজকোটের আইন ব্যবসা শুরু করলেও অসফল হন তিনি। ইত্যবসরে পোরবন্দরের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তাদের শাখা অফিসের মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য অনুরোধ আসে। ১৮৯৩-এর এপ্রিলে গান্ধীজি এক বছরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান এবং সেখানে তাঁকে ঘটনাপরম্পরায় বিশ বছরের বেশি সময় কাটাতে হয়। সেদেশে গান্ধীজির ঘটনাবহুল জীবনের অস্থিরতার মধ্যেই তাঁর পরিচিতি যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই নতুন জীবনের উত্তরণের পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। তাঁর সেই অসাধ্যসাধনে একদিকে পরহিতে আত্মত্যাগ ও স্বকীয় উত্তরণে আত্মসংযম একই সঙ্গে প্রবাহিত ।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশের ফেরার অনেক আগেই গান্ধীজি তাঁর জীবনাদর্শকে 'হিন্দ-স্বরাজ' (১৯০৯) বইয়ের মধ্যে মেলে ধরেন । বইটি ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রযাত্রায় দশ দিন ধরে গুজরাঠিতে লেখা। পরের বছর ১৯১০-এ তাঁর স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হয়। এই বইটি শুধু গান্ধীবাদের আকর গ্রন্থই নয়, বিদেশেও উচ্চ সমাদৃত । বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি পড়ানো হয়। ২০১৮-র ২ অক্টোবরে গান্ধীজির সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকায় উত্তর সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দীপেশ চক্রবর্তী একটি নিবন্ধ। তাতে গান্ধীজির অপ্রাসঙ্গিকতার পাশাপাশি 'হিন্দ-সমাজ'-এর অপরিসীম গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন লেখক। অথচ সেখানে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা কতখানি বাস্তবসম্মত তা নিয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ১৯৪৫-এ স্বয়ং জওহরলাল নেহরুও যে গান্ধীজিকে পত্রালাপে তাঁর বইটিকে 'সম্পূর্ণ অবাস্তব' বলেছেন, সেকথাও দীপেশ চক্রবর্তী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অথচ বইটির বাস্তব ভিত্তি যে ছিল, তা ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে ১৯১০-এ বাজেয়াপ্ত হওয়াতেই স্পষ্ট।

অন্যদিকে গান্ধীজি তাঁর বইটির বাস্তবতায় আজীবন বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সেই মতাদর্শ ফলপ্রসূ করার জন্যই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে রাজনীতির মধ্যেই তাঁর জীনাদর্শ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক আদর্শ নয়, জীবনাদর্শই তাঁর কাছে আরাধ্য ছিল। এজন্য রাজনৈতিক দিক থেকে গান্ধীজির ত্রুটিবিচ্যুতি বিচার করলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভ্রান্তি বিভ্রান্তি চোখে পড়ে, সেইসঙ্গে তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে ভুল ধারণা বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি হয় । সেক্ষেত্রে তাঁর সত্যাগ্রহ শুধু রাজনৈতিক দিশা নয়, তা ব্যক্তিগত জীবনাদর্শও, জীবনের দিশারি। নিজের অস্তিত্বকে অবিকৃত ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে উত্তরণে নিরন্তর উৎকর্ষমুখর অনুশীলন করে সত্যে পৌঁছানোর সত্যাগ্রহেই গান্ধীজির জীবন আবর্তিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী 'The Story of My Experience with Truth' (১৯২৫-২৯) -এ সেই সত্যযাপনের পরিচয় আপনাতেই প্রকাশমুখর। শুধু তাই নয়, 'My life is my massage' তথা 'আমার জীবনী আমার বাণী' মূর্ত হয়ে ওঠে । গান্ধীজির গড়ে তোলা জীবনাদর্শে সেই আত্মনিয়ন্ত্রিত আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের বহুমুখী বিস্তার লক্ষণীয়। সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই গান্ধীজি তাঁর যৌনজীবন ত্যাগ করেন। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫-তে সত্যাগ্রহের বিজয়তিলক ধারণ করে স্বদেশে ফিরে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হওয়ার পরিকল্পনায় শুধু রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়াই নয়, সমাজের আপামর মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধও জরুরি মনে করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে আইনব্যবসার পোশাকেই ইতি টানেননি, স্বাভাবিক পরিচ্ছেদও বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছেন। উনিশ শতকের বিদ্যাসাগরের পোশাকের চেয়েও বিশ শতকের গান্ধীজি আরও দীনহীন, 'অর্ধনগ্ন ফকির'। সেদিক থেকে বিষয়-আশয় থেকে তিনি যত মুক্ত হয়ে আমজনতার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, তত তাঁর সত্যাগ্রহ আরও নিবিড়তা লাভ করেছে। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাঁকে আবার ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি করেছে। তাঁর অহিংস আন্দোলনই সমকালে তীব্র সমালোচনার শিকার হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁর অপ্রতিশোধাত্মক চেতনা সাধারণের মনে রসিকতার খোরাক মনে হয়। সেখানে কেউ একগালে মারলে অন্য গাল পেতে দেওয়ায় উদারতা নয়, দুর্বলতা বোঝাটাই স্বাভাবিক । আসলে গান্ধীজির আদর্শ শক্তি প্রদর্শনে নেই, আত্মশক্তির বিস্তারেই প্রকাশ। সেখানে ভালবাসা ও করুণা দিয়ে জয় করার বার্তা বিঘোষিত। তার পরিবর্তে দোষী বা অপরাধীর বিরুদ্ধে জোর করে প্রেম প্রদর্শনের 'গান্ধীগিরি'তে গান্ধীজি নেই, গান্ধীবাদ তো দূরস্থান! এই 'গান্ধীগিরি' নেপথ্য ভালোবাসা নেই, করুণাও অচল । তাতে আছে শুধু গোপন ঈর্ষা ও তীব্র ঘৃণাবোধ, প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষাও। স্বাভাবিক 'গিরি'র প্রদর্শনে গান্ধীজিকে বরং অশ্রদ্ধা করা হয়। অন্যদিকে গান্ধীজির আদর্শ কল্পিত বলে এড়ানোও সহজ নয়, সম্ভবও নয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসের সবচেয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলটি গান্ধীজির তীব্র সমালোচনাকারী হিসেবেও পরিচিত। অথচ সরকারি কর্মকাণ্ডেও গান্ধীজির আদর্শ অত্যন্ত প্রকট । ২০১৪-এর ২ অক্টোবরের স্বচ্ছ ভারত অভিযান তো তাঁরই আদর্শে মোড়া। তাঁর চশমার দুই কাচে স্বচ্ছ ভারত জেগে ওঠে। শুধু তাই নয়, 'সবকা সাথ,সবকা বিকাশ'-এও গান্ধীজির কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সবার মঙ্গলচেতনা। আত্মনির্ভরশীল ভারতের মধ্যেও গান্ধীজির আদর্শ আমাদের হাতছানি দেয়। সেদিক থেকে আপাত ভাবে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতার অভাব মনে হলেও বাস্তবে তাঁর অস্তিত্বকেই আমরা বহন করে চলেছি। তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বা প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বকে সমালোচনা বা অস্বীকার করা যত সহজ, কিন্তু তাঁর আদর্শকে উপেক্ষা করা ততই কঠিন। তাঁর আদর্শ শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও দিশারি হয়ে চলেছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

কবি প্রধানমন্ত্রী

শুভজিৎ বসাক

মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন হওয়া উচিৎ- এমন প্রশ্ন যদি কখনও ছুঁড়ে দেওয়া হয় উত্তর একটাই হওয়া উচিৎ- ঠিক যতটা অপমান করা হবে ঠিক তার দ্বিগুণ বিনয়ী হওয়া। ইতিহাস সাক্ষী যে অভদ্রতার প্রত্যুত্তরে অভদ্রতা একটা সামাজিক দ্বন্দ্ব তৈরি করে যার ভিত্তি ও ভবিষ্যৎ কিছুই থাকে না। অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই মানসিকতার ব্যক্তিত্ব যিনি আজীবন কটাক্ষকে সাথী করে আজ উজ্জ্বল চরিত্র হয়ে রয়েছেন। যতটা উজ্জ্বলতা থাকবে, কাদাও ছোঁড়া হবে এও তিনি জানতেন তাই জহরলাল নেহেরু থেকে তাবড় নেতারা তৎকালীন সময়ে তাঁকে দমাতে চাইলেও তিনি উত্তর দিতেন কবিতার মাধ্যমে। ভারত এক কবি ব্যক্তিত্বকে তার রাজনীতির আঙ্গিকে পেয়ে ধন্য হল, তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আজকের কেন্দ্রে রাজত্ব করা সরকার। সেই সবকিছুই দর্শিয়ে গিয়েছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'ম্যায় অটল হুঁ' এবং মুখ্য ভূমিকায় পঙ্কজ ত্রিপাঠী দারুণ পরিসরে ছাপ রেখে গেলেন।

বরাবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ঘেঁষা মানুষটি পূর্ণ স্বরাজের কথা ভাবতেন। ১৯৪২ সালের মধ্যে ১৬ বছর বয়সে, বাজপেয়ী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। যদিও RSS ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ১৯৪২ সালের আগস্টে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বাজপেয়ী এবং তার বড় ভাই প্রেমকে ২৪ দিনের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি একটি লিখিত বিবৃতি দেওয়ার পরে মুক্তি পান যে তিনি যখন জনতার অংশ ছিলেন, তিনি ২৭ আগস্ট ১৯৪২ সালে বটেশ্বরে জঙ্গি ঘটনায় অংশ নেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সহ তাঁর সারা জীবন ধরে, বাজপেয়ী এই অভিযোগটি মনে করিয়ে গিয়েছেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ একটি মিথ্যা গুজব। কিন্তু দেশ যখন তিনটি ভাগে ভাগ হয়েছিল সেদিন থেকেই তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল অখণ্ড ভারতের শৈলী। ইংরেজদের ভারত ভাগ তাঁকে ব্যথিত করেছিল কিন্তু একইসাথে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের একাধিপত্যও ভারতের জনগণের পক্ষে বিপদসংকুল সেটিও বুঝতে পারেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আইন নিয়ে পাশ করে সরাসরি যুক্ত হন রাষ্ট্রধর্ম সংবাদপত্র দফতরে, লক্ষ্য সরকারের বিরুদ্ধে গলা তোলা। সেই খবর পড়লেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্বয়ং এবং কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘের অনুপ্রেরণায় গড়ে তুললেন রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি গড়ে তুললেন। দলে ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, দিনদয়াল উপাধ্যায় প্রমুখ। এরপরে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক গ্রেফতার ও জেলে তাঁর মৃত্যু অটলজীর মানসিকতাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে লোকসভায় না পৌঁছালে যে তাঁদের কথা দেশ শুনবে না সেই মর্মে বলরামপুর থেকে ১৯৫৭ সালে জয়ী হন এবং লোকসভায় প্রবেশ করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটুও চড়া সুর না দেখিয়ে উল্টে বিনয়ের সাথে তাঁদের প্রতি আচরণ করেন, বক্তৃত্বা পেশ করেন। মুগ্ধ হন জহরলাল নেহেরু। এরপরে ১৯৬২ সালে চিন ভারত আক্রমণ করে এবং বিরোধী হিসাবে অটলজীর সীমানা সুরক্ষা নিয়ে তোলা প্রশ্নে অস্বস্তির মুখে পড়ে নেহেরু সরকার। এরপরে ১৯৬৫ সালে ইন্দো-পাক যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পাশে দাঁড়ায় এবং সরকারের কড়া পদক্ষেপকে সম্মতি জানায়। কিন্তু সেখানেও আসে বিপত্তি। তাসখানেতে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে গিয়ে মারা যান শাস্ত্রীজী। পদে আসীন হন ইন্দিরা গান্ধী। সেইসময়ে ভারতের অর্থনীতি পরপর দুটো যুদ্ধে প্রায় কঙ্কালসার অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি মূল্যবৃদ্ধি ঘটান। ইতিমধ্যে এলাহাবাদ কোর্টে একটি রায়ে ইন্দিরা সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী ও ইন্দিরার ৬ বছর ভোটে না দাঁড়াতে পারার কথা নিশ্চিত হতেই ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন থেকে সারা ভারত জুড়ে ইমারজেন্সি জারি হয়। যেখানে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, অটলজীর মতো ব্যক্তিত্বদের গ্রেফতার করে জেলে বন্দী রাখা হয় এবং ছেলেদের ধরে ধরে বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয়। এতে বহু ছেলে ইনফেকশনে মারা অবধি যায়, সংখ্যাটা প্রায় ৫০ লক্ষ! এর নেতৃত্বে ছিল ইন্দিরার ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধী। ইমারজেন্সির পরে লোকসভা নির্বাচনের মুখে অটলজীর প্রাধান্যে রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি নাম বদলে হয় আজকের ভারতীয় জনতা দল অর্থাৎ বিজেপি এবং স্বৈরাচারী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিপুল আসন নিয়ে মোরারজি দেশাইয়ের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। সেখানেও ইন্দিরা গান্ধী ভিতর থেকে সরকার ফেলে দেওয়ার প্ররোচনা করেন এবং চরণ সিংহকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতে বাধ্য করান। অন্দরের বিবাদের জেরে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায় এবং ফের ইন্দিরা সরকার গঠিত হয়। এরপরে ভারতীয় রাজনীতিতে 'অপারেশন ব্লু স্টার'- এর জেরে ইন্দিরার মৃত্যু, কেএলও জঙ্গি দমন করতে গিয়ে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুপর্ব ভারতের রাজনীতিতে উত্তাল স্রোত বইয়ে আনে। সাথে ঘটে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস কাণ্ড যার জেরে অটল বিহারী বাজপেয়ী ভীষণ ব্যথিত হন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসার পণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হারসত মেহেতা জালিয়াতিতে ১৯৯৬ সালে নরসিমা রাওয়ের সরকারের পতনের পরে বিজেপি ও তার জোট শরিকের তরফে অটলজীকে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে আর্জি জানালে তিনি সেইমুহূর্তে বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করেন কারণ তিনি ছাড়া দেশে আর কোনও বিকল্প ছিল না। এরপরে অস্থায়ী কংগ্রেস সরকার থাকার পরে ১৯৯৯ সালে অটলজী আবার প্রধানমন্ত্রী হন এবং সেইবার প্রথম বিজেপি এককভাবে ১৮২টি আসনে জয়লাভ করে। তাঁর কার্যকালে বিশ্বকে হতবাক করে পোখরানে পরীক্ষামূলক ভাবে সফল পরমাণু বিস্ফোরণ ভারতকে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক শক্তিধর দেশের আওতাভুক্ত করে যার নেতৃত্বে মুখ করেছিলেন এপিজে আবদুল কালামকে। আমেরিকা, ইউরোপ সহ এশিয়া অবধি চমকপ্রদ হয়ে যায় ভারতের এই উত্থানে। তাঁর অধীনেই ইন্দো-পাক বাসযাত্রার সূচনা হয়। কিন্তু কথায় আছে বন্ধুকে শুধরানো গেলেও অভব্য প্রতিবেশীকে চেষ্টা করেও বদল করা যায় না। শুরু হয় কারগিল যুদ্ধ। আমেরিকার চোখরাঙ্গানি সত্ত্বেও ভারত অটল বিহারীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের জঙ্গি কার্যকলাপকে কড়া প্রত্যুত্তর করে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে। ভারত স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠে বিশ্ব রাজনীতিতে।

তাঁর কার্যকালে অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে গোল্ডেন চতুর্ভুজ প্রকল্প (ইংরেজিতে জিকিউ প্রজেক্ট) ভারতের চার কোণকে সড়কপথে সংযুক্ত করার জন্য শুরু হয়েছিল। এর অধীনে দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই এবং মুম্বাই হাইওয়ে দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এটা বিশ্বাস করা হয় যে অটলজীর রাজত্বকালে ভারতে যত রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি ছিল শের শাহ সুরির সময়ে।

অটল বিহারী বাজপেয়ী শুধু একজন রাজনীতিবিদই ছিলেন না, একজন কবিও ছিলেন। 'আমার একান্নটি কবিতা' অটলজীর বিখ্যাত কবিতা সংকলন। বাজপেয়ীজী কাব্যিক সৃজনশীলতা এবং রুচির গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণ বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন গোয়ালিয়র রাজ্যের তাঁর সময়ের একজন সুপরিচিত কবি। তিনি ব্রজভাষা ও খাড়ি বলিতে কাব্য রচনা করতেন। সাহিত্যিক ও কাব্যিক পারিবারিক পরিবেশের কারণে তাঁর শিরা-উপশিরায় অনবরত কাব্যিক রক্ত প্রবাহিত হয়। তাঁর প্রথম কবিতা তাজমহল। এতে রোমান্টিক প্রেমে লিপ্ত না হয়ে যেমন 'একজন সম্রাট সুন্দর তাজমহল বানিয়েছেন, তিনি আমাদের গরীব মানুষের ভালোবাসা নিয়ে মজা করেছেন', তাজমহলের কারিগরদের শোষণের দিকেও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। বাস্তবে কোনো কাব্যিক হৃদয় কখনো কবিতা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।

অটলজী তাঁর কিশোর বয়সে একটি চমৎকার কবিতা লিখেছিলেন - 'হিন্দু তন-মন হিন্দু জীবন, রাগ-রাগ হিন্দু মেরা পরিচয়', যা দেখায় যে শৈশব থেকেই তিনি দেশের কল্যাণের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

কিন্তু যে মানুষটার কথায় সারা দেশ মুগ্ধ হত সেই মানুষটা এতো শক্তি পেয়েছিল কার থেকে! জানলেও অবাক হতে হয়- না পাওয়া ভালবাসা থেকে। হ্যাঁ, কলেজ জীবনে যখন ছাত্ররাজনীতি করতেন সেইসময়ে দেখা হয় রাজকুমারীর সাথে, পরবর্তীতে সেই দেখা কোথাও তাঁর মনে প্রেমের উত্থান ঘটায়। কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেই সম্পর্ক। হয়তো সেই থেকেই আর সংসারী না হয়ে দেশের প্রতি উজাড় করে দেন সর্বস্ব। ভাগ্যিস করেছিলেন, তা না হলে হয়তো দেশের উত্থান কোথাও থমকে যেত। ভারতের পূর্বতন সমস্ত সঙ্কটের সাক্ষী ছিলেন তিনি এবং সেখান থেকেই সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেন। তিনি হয়ে ওঠেন বলিষ্ঠ। তিনি তাঁর পূর্বতনদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন, প্রতিটি কটাক্ষকে নিজের বর্ম হিসাবে ধারণ করতেন এবং আজকে বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেসের যে বেহাল দশা সম্ভবত সেই সময়ে তাঁর প্রতিভাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করতে পারার খেসারত বললেও কম হয়, তিনি অটল থাকতে পেরেছিলেন তাঁর কঠোর রাস্তায় তাই তিনি অক্ষয় হয়ে থাকবেন ভারতের ইতিহাসে। তাঁর জীবনের নীরিখে তাঁকে খালি রাজনীতির দর্শন দিয়ে পরিমাপ করা কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আর এই চরিত্রে পঙ্কজ ত্রিপাঠী যেন জান্তব হয়ে উঠেছেন যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মহিলা কর্মাধ্যক্ষকে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ

কাঠগড়ায় সহ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে মহিলা কর্মাধ্যক্ষকে প্রাণনাশের হুমকি ও হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি হুগলির পুরশুড়ার। অভিযোগ, পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি খোকন মল্লিক কর্মাধ্যক্ষ শর্মিষ্ঠা ভুক্তকে লোক পাঠিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছেন। তাঁর ছেলে ও মেয়েকে তুলে নেওয়া যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। শর্মিষ্ঠা ভুক্ত পুড়শুড়া পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ। ভয়ে তিনি কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে ছেড়েছেন বলে জানিয়েছেন। ঘটনার সূত্রপাত টেন্ডার ডাকাকে কেন্দ্র করে। শর্মিষ্ঠার দাবি, পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার ডাকা হয়। সেই টেন্ডারে তাঁর স্বামী অংশ নেন। অন্যান্যদের থেকে অনেক কম টাকার টেন্ডার জমা দেন। এই একই টেন্ডার জমা দেয় খোকন মল্লিকের দলবল। তারা টেন্ডার পাবে না বলে শর্মিষ্ঠাদেবীর ওপর চড়াও হয়। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলেও জানান তিনি।

তিনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন, 'খোকন মল্লিক লোক পাঠিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ছেলেকে রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনায় মারবে এবং মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে হুমকি দিচ্ছে। তাই কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করছি। পদত্যাগ পত্র বিডিও ও দলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনও পর্যন্ত কোনও বিচার পাইনি। তবে উচ্চ নেতৃত্ব থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বলেছে। তাই পুরশুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

এই বিষয়ে পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি খোকন মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ব্যস্ত আছেন বলে জানান। তবে পুরশুড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি যশবন্ত ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। সরজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অন্য দিকে এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের টাকার ভাগ কম পড়েছে। খোকন মল্লিক পুরশুড়ার সব রকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। পঞ্চায়েত ভোটে ছাপা রিগিং করে জিতেছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়। সাধারণ মানুষ জবাব দেবে। এটা তৃণমূলের কালচার।'

তৃণমূলের মদতে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে রাস্তার কাজের অভিযোগ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির গোঘাটের বেঙ্গাই পঞ্চায়েত এলাকায় পথশ্রী- রাস্তাশ্রী প্রকল্পের কাজ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, প্রকল্পের নির্ধারিত রাস্তার কাজ থামিয়ে অন্য রাস্তার কাজ শুরু হয়। খাটুলের আদিবাসী এলাকার বাসিন্দারা মঙ্গলবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান। নিয়ম বহির্ভূত কাজ হওয়ার অভিযোগ তোলেন। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গোঘাট -২ ব্লকের খাটুল দাসপাড়া কাঠগোলা থেকে সামন্তখণ্ড আদিবাসী দাসপাড়া পর্যন্ত ৪ কিমি রাস্তা কংক্রিটের করার অনুমোদন হয়। যদিও রাস্তা আছে দেড় কিলোমিটার। কংক্রিটের এই রাস্তার কাজে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৪৪ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এলাকার দুটি রাস্তায় কি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত আছে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের নির্ধারিত দাসপাড়া রাস্তার কাজ শুরু হয়ে মাঝপথে থমকে যায়। বদলে পাঁচশো মিটার দূরত্বে গ্রামের ডোমপুকুর পশ্চিমপাড়া থেকে সামন্তখণ্ড সর্দার পাড়া পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু করা হয়। যে কাজ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রাস্তার কাজ না করে অন্য রাস্তার কাজ করা হচ্ছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মদতে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে এই কাজ করা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা বৈদ্যনাথ কিস্কু বলেন, 'পথশ্রী রাস্তাশ্রী প্রকল্পের বোর্ড লাগানো হয়েছে। সেখানে দাসপাড়া কাঠগোলা থেকে সামন্তখণ্ড আদিবাসী পাড়া পর্যন্ত রাস্তার উল্লেখ আছে। রাস্তাটির কাজ শুরু হয়ে থেমে যায়। এলাকার অন্য একটি রাস্তার কাজ শুরু হয়। রাস্তায় লাগানো বোর্ডে ওই রাস্তা নির্মাণের কোনও উল্লেখ নেই। নির্ধারিত রাস্তার কাজ শেষ না করে অন্য রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় আমরা এদিন প্রতিবাদ জানাই। মহকুমাশাসকের কাছেও বিষয়টি নিয়ে আমরা অভিযোগ করেছি।'

স্থানীয় আর এক বাসিন্দা শিবনাথ সরেন বলেন, 'স্বচ্ছ ভাবে কাজ করার জন্য প্রথম থেকে আবেদন জানানো হচ্ছে। কিন্তু সেই কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। এই নিয়ে মুখ খোলায় স্থানীয় প্রভাবশালীদের একাংশ আমাদের শাসানি দিচ্ছে। আমরা চাই নির্ধারিত রাস্তার কাজ আগে শেষ করা হোক।' গোঘাট -২ ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দে বলেন, 'ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ক্রেতা সেজে সোনার গয়না নিয়ে পালানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুরে ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে সোনার অলঙ্কার নিয়ে পালানোর অভিযোগ। এই ঘটনায় শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে পুলিশ।

দোকানির দাবি, সোনার কানের দুল আর লকেট দেখতে চেয়েছিলেন। খুব বড় দোকান নয়। দোকানি সামনেই দাঁড়িয়ে গয়না দেখাচ্ছিলেন। অভিযোগ, দোকানি একটু অন্য দিকে মন দিতেই তিন জোড়া দুল, লকেট সরিয়ে নেন ওই ব্যক্তি। এরপর দোকান থেকে বেরিয়েও যান। ওই দোকানি লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরার দাবি, 'কাস্টমারকে জিনিস দেখাচ্ছি। একটা করে গয়না দেখিয়ে নীচে নামিয়ে রাখ ছিলাম। এক জোড়া রিং দেখানোর পর ওজন করতে বলল। এই ওজন করতে ব্যস্ত, সেই সময়ই আসল গয়না তুলে নিয়েছে।' এরপরই পুলিশের কাছে ছোটেন তিনি। সিঙ্গুরের বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্তবাবু জানান, ৩৬ বছর ধরে শ্রীরামপুরে তিনি সোনার দোকান চালান। এমন ঘটনা কোনও দিনও ঘটেনি। এই ঘটনায় চিন্তিত এলাকার অন্যান্য স্বর্ণ ব্যবসায়ীরাও। স্থানীয় তারাপুর ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক বলেন, 'ক্রেতা সেজে এসেছিলেন। দোকানি বুঝতে পারেননি। একটা জিনিস রেখে আর একটা জিনিস নিয়ে চলে গিয়েছে। পরে দেখেন আসল গয়না উধাও। ততক্ষণে দু'জন হাওয়া।' দোকানি জানিয়েছেন, ১৬ গ্রামের গয়না গিয়েছে। এখনকার বাজারদরে তা ১ লক্ষ ১০-১৫ হাজার টাকা তো হবেই।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের। মৃতের নাম কারিমুল গাজি (২৭)। মৃত্যু নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। এটা নিছক দুর্ঘটনা, নাকি কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার কৈজুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভাদুড়িয়া গ্রামে বাড়ি কারিমুল গাজির। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মঙ্গলবার মৃত শ্রমিকের দেহ ফেরানো হয়েছে। গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জানা গিয়েছে, কারিমুল গত ১০ বছর ধরে মুম্বইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। চলতি মাসে ২৮ জানুয়ারি রবিবার ট্রেনে মুম্বইয়ে তাঁর থাকার জায়গায় ফিরছিলেন। সেই সময় ট্রেন থেকে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয় বলেই পরিবার জেনেছে। মৃত যুবকের আত্মীয়-স্বজনের সন্দেহ, হতে পারে ট্রেন থেকে হয়তো কেউ ধাক্কা মেরেছে। না হলে আচমকা কী করে এমনটা ঘটল? মৃতের পরিবারের দাবি উপযুক্ত তদন্ত করুক প্রশাসন।

ধার শোধের জন্য ডেকে জীবন বিমার এজেন্টকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চণ্ডীপুর: ধারের টাকা শোধ দেওয়ার নাম করে জীবন বিমার এজেন্টকে ডেকে নিজের দোকানের ভেতর খুন করার অভিযোগ উঠল গ্রামের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। মৃত ব্যক্তির নাম গৌতম জানা। বয়স আনুমানিক ৪৮ বছর। সোমবার সন্ধ্যার মুখে গ্রামের শীতলা মন্দির সংলগ্ন এক মুদি দোকানের ভেতর গৌতম জানার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে চণ্ডীপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে এলে তৈরি হয় উত্তেজনা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশের সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। গৌতম জানার পরিবারের ও স্থানীয়দের অভিযোগ, পাওনা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার নাম করে দোকানে ডেকে মাথার পেছনের দিকে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখ তে গ্রামে মোতায়েন করা রয়েছে পুলিশ। সোমবার রাতেই অভিযুক্ত রঞ্জিত মাইতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে, পুলিশের কাজে সন্তুষ্ট নয় গৌতম জানার পরিবারের লোকজন। মৃতদেহ বস্তায় ভরে মোটরসাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছেন গৌতম জানার স্ত্রী রিনা জানা ও আত্মীয়রা। বাড়ির লোকজনকে মৃতদেহ দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁদের।

রাহুল সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য, কুশপুতুল পোড়ানো হল শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাহুল গান্ধীর সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদেবিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর কুশপুত্তুলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার

দুপুরে মালদার ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ির মোড়ে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভ করেন। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা। বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর কুশপুত্তুলিকা পোড়ানো হয়।ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি সৌরভ প্রসাদ জানিয়েছেন, 'সোমবার রাহুল গান্ধীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ, অবরোধ করা হয়েছে। রাহুল গান্ধী যেখানে ভারতজড়ো ন্যায় যাত্রা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর এমন মন্তব্যের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি।'

REQUIRED
Asst. Professors
(As per NCTE norms) in
Life Science, Mathematics
and History for
St. Mary's College Bachelor of Education and Higher Studies
in B.Ed. section.
Send CV within 3 days at
stmarysranaghat@gmail.com

GPT

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬;পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
দূরভাষ: + ৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
ফ্যাক্স: + ৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৩৯৯
ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in
দেখুন: www.gptinfra.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ৯১ -এর বিধান তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১০ অনুসারে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের উপর ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে **শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখটি রেকর্ড তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
পরিচালনা পর্ষদ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (প্রতিটি ১০/- টাকা) উপর ১০% (শেয়ার প্রতি ১.০০ টাকা) হারে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মোহিত আরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি - এ৫১৫৯০)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০.০১.২০২৪

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স অমরনাথ বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN : U15100WB2008PTC128826) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ২০৯, বেন্টিঙ্ক চেম্বারস, ৩৭/এ, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬৯
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, আরওসি তথা ওএল বিলাসপুর অধিক্ষেত্র অধীন "ছত্তিশগড় রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ছত্তিশগড় রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল [illegible] চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অমরনাথ বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
দীনেশ কুমার মিত্তাল
(ডিরেক্টর)
ডিন-০১০৫৪০৫৬
তারিখ : ৩১.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

GPT

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (পর্যালোচিত)	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (পর্যালোচিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (পর্যালোচিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৫,৩৭৫.৬১	৭২,৩২৭.৮৯	২০,০৪৩.৭১
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৮২১.৭০	৫,৪৬৭.৫৭	৯০৪.১৬
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৪৯০.৬৪	৪,১৬৫.৫৩	৭৫৬.৭৪
৪	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,১০৩.১৬	৩,৫০৬.৯০	৮৩৭.৫৬
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ২১৮৯৫.১০ লক্ষ টাকা			
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	২.৫৬*	৭.১৬*	১.৩০*

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (পর্যালোচিত)	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (পর্যালোচিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (পর্যালোচিত)
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৪,৬০৮.৩২	৭০,২০৪.৮৭	১৯,২৬৩.৭৩
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৯৫৩.১০	৫,৬৪৯.১২	১,১৬৪.২৪
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৫০২.১৩	৪,১৯৯.২৬	৯০৪.৮১
(ঘ) সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৫০২.১৩	৪,১৯৯.২৬	৯০৪.৮১

২ উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in -তেও পাওয়া যাবে।
৩ কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে @ ১০% অর্থাৎ ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১.০০ টাকা। ফিজিক্যাল সেইসাথে ডিম্যাট আকারে শেয়ারের জন্য অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ নির্ধারণ করা হয়েছে।
৪ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN: 00001341

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO. : L65993WB1983PLC035729
রেজি অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড ৪র্থ তল, রুম নং : ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : kineticinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.kineticinvestments.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এবং তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৪৭ অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিয়মিত বিষয় সহ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের সভা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১ ঠিকানায় বৃহস্পতিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০টায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.cse-india.com থেকে যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন : ০০৮৮৭৪৭৩)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ জানুয়ারি ২০২৪

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO : L67120WB1981PLC033907
রেজি অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড ৪র্থ তল, রুম নং : ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.armchairinvestments.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এবং তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৪৭ অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিয়মিত বিষয় সহ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের সভা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১ ঠিকানায় বৃহস্পতিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.৩০টায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.cse-india.com থেকে যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন - ০০৮৯৪০৬১)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ জানুয়ারি ২০২৪

Indian Bank
ভবানীপুর - ১ কলকাতা
৪০, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, এলগিন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
ফোন - ২৪৫৫২১৫৬/২৪৫৫৭৮০১
ইমেল - bhowanipore@indianbank.co.in
ওয়েবসাইট - www.indianbank.in

পরিশিষ্ট IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ১৮.১১.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি জয়শ্রী মন্ডল স্বামী শ্রী সঞ্জীব মন্ডল, ১০১, বাকরাহাট রোড, বাবুরবাগান, জোকা ২ ঠাকুরপুকুর, ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১০৪** ভবানীপুর ব্রাঞ্চ (অ্যাকাউন্ট নাম্বার ১) ৫০৪০১০১৭৯৬১ (গৃহ ঋণ), ২) ৫০৪৮৯০৫০৫৩২ (ওসিসি), ৩) ৫০৫১৯৯৩৭৭৮১ (কোভিড লোন) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২৪১৬৮৪ টাকা (বাইশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো চুরাশি টাকা) টাকা** (১৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **২২৪১৬৮৪ টাকা (বাইশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো চুরাশি টাকা) টাকা ১৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় ব্যাঙ্কের রুল অনুযায়ী। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ফ্ল্যাট নং ৭, পরিমাণ ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৪র্থ তলে, পিছনের দিকে, দুই বেড রুম, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি, কিচেন তথা ড্রইং তথা ডাইনিং এবং বারান্দা বহুতল ভবনে লিফটের সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, পরগনা : খাসপুর, তৌজি নং : ২৩৬, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, খতিয়ান নং ২২১৩, দাগ নং ১৯৫৭, পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৬৪, ঠাকুরপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং ১২৫, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রীমতি এ ঘোষ এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** বাহদুর সিং এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** ঠাকুরপুকুর রোড (বাকরাহাট রোড), **পশ্চিমে :** শ্রী দিব্যজ্যোতি ঘোষের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ - ২৯.০১.২০২৪, স্থান - কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড
রেজি. অফিস ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং #৫০৩,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৯ ফোন নং (০৩৩) ২৪৫৪১০৫১/৫২,
ই-মেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.jayshreenirman.com
CIN NO.-L45202WB1992PLC054157

নোটিশ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভা (ইজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') সুবিধা মাধ্যমে বৃহস্পতিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে সদস্যদের কোনো শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১ এবং ০৩/২০২২ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ এবং ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলার") ইস্যুকৃত এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশন) সময়ে সময়ে সেবি দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত। সভায় উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং সহ ইজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ৩০ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেডে নিবন্ধিত।
২. এই যোগাযোগ এবং সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.jayshreenirmanlimited.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ।
৩. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করবে পূর্বোক্ত ইজিএম-এর আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রেজুলেশনগুলিতো সদস্যরা যেকোনো দূরবর্তী স্থান ('রিমোট ই-ভোটিং') থেকে সিডিএসএলের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারেন। ইজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে যদি তারা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট না দেয় তবে এতে উপস্থিত সদস্যদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার সময়কাল **সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ সকাল ৯টায় (আইএসটি)** শুরু হবে এবং **বুধবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বিকাল ৫টায় (আইএসটি)** শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একজন ব্যক্তি, যার নাম **কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪**-এ সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত থাকে শুধুমাত্র ইজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। ইলেকট্রনিক মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের এবং যারা তাদের মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি ইজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@cdsl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাহোক, যদি একজন সদস্য ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে তিনি তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যদি তিনি তার পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তাহলে তিনি https:/www.evoting.csdl.com-এ উপলব্ধ ব্যবহারকারীর বিবরণ/পাসওয়ার্ড ভুলে যান বা 'ফিজিক্যাল ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড' বিকল্প ব্যবহার করে তার পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতিও কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সিএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
৪. যেসব সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ইজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু উল্লিখিত ইজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (গুলি) সাথে আপডেট/রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল শেয়ারধারী সদস্যদের শেয়ারহোল্ডারের ফোলিও নম্বর সহ তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট/রেজিস্টার করার অনুরোধ করা হচ্ছে এবং প্যান কার্ডের একটি স্ব-প্রত্যয়িত কপি কোম্পানির কাছে jayshreenirmanlimited@gmail.com অথবা নীচ টেকনোলজিস প্রা. লিমিটেডে nichetechpl@nichetechpl.com-এ।
৫. আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ('এফএকিউএস') এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল এখানে উপলব্ধ উল্লেখ করতে পারেন www.evotingindia.com এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে helpdesk.evoting@cdslindia.com এ ইমেল করুন। সদস্যরা jayshreenirmanlimited@gmail.com এ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ ব্যানার্জি
মেম্বারশিপ নং ৩৭১৪৩
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান**
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.১০.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পুষ্প অটোমোবাইলস প্রা. লি.,** মাহারটুবা মোড়, মঙ্গলকোট, থানা - নতুনহাট, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৭ প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টরগণ মোল্লা ওয়াসিম, পিতা মোল্লা মানিক রহমান, নতুনহাট, বর্ধমান ৭১৩১৪৭ এবং আফরোজা বেগম, পিতা আফজলউল করিম, নতুনহাট, বর্ধমান-৭১৩১৪৭ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭২,৪২,৭৯৯.০০ টাকা (বাহাত্তর লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ নিরানব্বই টাকা) টাকা** ৩০.১০.২০২৩ অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৭২,৪২,৭৯৯.০০ টাকা (বাহাত্তর লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ নিরানব্বই টাকা) টাকা** ৩০.১০.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি সম্পত্তি তদস্থিত ভবন সহ উল্লেখ্য দলিল নং : ১২৬২ তারিখ ১০.০৩.২০২২ অনুযায়ী আফরোজ বেগম স্বামী মোল্লা ওয়াসিম এর নামে, জেলা : বর্ধমান,থানা : ভাতার, মৌজা : কালাপাহাড়ি, জেএল নং ৭৪, নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, খতিয়ান নং (এলআর)-২৬০৬, আরএস প্লট নং : ১৬৩/৩৪১১, এলআর প্লট নং : ১৬৩/৩৪১১, শ্রেণি : গ্যারাজ, এরিয়া : ৪৭ শতক সমান সমান ০.৪৭ একর। চৌহদ্দি : উত্তরে : আজমিরা বিবির সম্পত্তি, দক্ষিণে : আলকুমা মির্জার জমি সম্পত্তি, পূর্বে : বর্ধমান থেকে নতুনহাট পাকা সড়ক, পশ্চিমে : শেখ সুফিয়ার রহমানের জমি সম্পত্তি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ৩০.০১.২০২৪
স্থান - পূর্ব বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
শাখা অফিসের ঠিকানা : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

দাবি নোটিশ

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('বিধি') এর বিধি ৩ এর সাথে পড়া হয়েছে।
যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের অধীনে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের (টিসিএল) অনুমোদিত অফিসার এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধির ৩ বিধি সহ পড়া হয়েছে আইন, ঋণগ্রহীতা(গণ)/দায়বদ্ধকারী(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) (সকল এককভাবে বা একত্রে এখানে তালিকাভুক্ত 'উত্তরদায়ী' উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন, নীচে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিবন্ধিত পোস্ট এডি দ্বারা পরিবেশিত হয় এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ, এবং উল্লিখিত উত্তরদায়ীগণ যদি তারা চান, সংগ্রহ করতে পারেন সাধারণ অফিস সময়ের মধ্যে যেকোনো কার্যদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারী থেকে সংশ্লিষ্ট কপি।
উপরোক্ত বিষয়ে, নোটিশ এতদ্বারা আবারও দেওয়া হল, উল্লিখিত উত্তরদায়ীদেরকে টিসিএল টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি.-এর অধিগ্রহণকারী, এনসিএলটি, মুম্বাইয়ের দ্বারা অনুমোদিত সংযুক্ত প্রকল্প অধীনে) ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে নোটিশের তারিখ থেকে, অর্থ প্রদান এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত কলাম (ডি) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে নিচে বিস্তারিত আরও সুদের সাথে তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে এখানে নির্দেশিত পরিমাণ, ঋণের সাথে পড়ুন চুক্তি এবং অন্যান্য নথি/লেখা, যদি থাকে, উল্লিখিত দায়বদ্ধকারীগণ দ্বারা সম্পাদিত। ঋণের যথাযথ পরিশোধের নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদ(গুলি) যথাক্রমে উল্লিখিত দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত দ্বারা টিসিএল-এর কাছে অনুমান/বন্ধক রাখা হয়েছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (ক)	উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ) (খ)	মোট বকেয়া (টা) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (গ)	এনপিএ এবং দাবি নোটিশের তারিখ (ঘ)	জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি/বন্ধকদত্ত সম্পত্তি (ঙ)
৬০১৩০৫৪	১. সুপ্রিম ইলেক্ট্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, এনএইচ-৬, দক্ষিণ চামরাইল, বোম্বে রোড, লোকনাথ সেবা প্রতিষ্ঠানের নিকট, পো : চামরাইল, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১১৪ (ঋণগ্রহীতা) ২. শ্রী অর্জুন আগরওয়াল, ২২/২এ, রায় স্ট্রিট, এল আর সরণি, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২০, (জামিনদাতা); ৩. শ্রীমতি সুধা আগরওয়াল, ২২/২এ, রায় স্ট্রিট, এল আর সরণি, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২০, (জামিনদাতা); ৪. শ্রী রাজেশ আগরওয়াল, ২২/২এ, রায় স্ট্রিট, এল আর সরণি, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২০, (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা); ৫. শ্রী হরিশ কুমার আগরওয়াল, ২২/২এ, রায় স্ট্রিট, এল আর সরণি, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২০, (জামিনদাতা)	লোন অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী পরিমাণ : ৬,১৯,৯০, ৫৫৪.৪৩ (ছয় কোটি উনিশ লাখ নব্বই হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) টাকা ১৮.০১.২০২৪ অনুযায়ী	২৪.০১.২০২৪ এবং ১৩.০৩.২০২৩	(আরও বিস্তারিতভাবে তপশিল এ এবং তপশিল বি অনুযায়ী)

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ আরও নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত দাবি নোটিশে তারিখ ২৪.০১.২০২৪ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে আদায় এবং /বা উশুলের জন্য। যদি উক্ত উত্তরদায়ী আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন টিসিএল এর নিকট উল্লিখিত মতে, পরবর্তীতে টিসিএল উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধি/উত্তরদায়ীগণের ঝুঁকি এবং যাবতীয় দায়দায়িত্বে।
উক্ত উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিগণকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ কোনওভাবেই বিক্রি, ইজারা বা অন্যভাবে টিসিএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আইনি সতর্কতা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুল মোতাবেক জেল এবং/বা জরিমানার আওতায় পড়বেন।

তপশিল -এ
নোটিশ নং ১ এর সুপ্রিম ইলেক্ট্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেডের দায়বদ্ধ সম্পদের বিবরণ :
টিসিএফএসএল (বর্তমানে টিসিএল হিসেবে সংযুক্ত) দ্বারা প্রদত্ত (বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ের) মজুত এবং বুক ডেটস পরিমাণ এর প্রথম এবং সম্পূর্ণ অধিকারী

তপশিল -বি
নোটিশ প্রাপক নং ৪ শ্রী রাজেশ আগরওয়াল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল রো হাউস নং এ/০৯/১৮ অবস্থিত "কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি" টাউনশিপের মধ্যে পরিমাণ ২২৪.৯২ বর্গমিটার সমপরিমাণ ২৪২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে :-

তল	বিবরণ	বর্গ মিটার	বর্গফুট
	একতলা ঢাকা এরিয়া	১০০.১০	১০৭৭.০৭
	সীমা পাঁচিল এরিয়া	০৫.৬১	৬০.৩৬
একতলা	আধা ঢাকা এরিয়া	১০.৪৫	১১২.৪৪
	কার পোর্ট এরিয়া	০৬.০১	৬৪.৬৬
দ্বিতীয় তল	দোতলার ঢাকা এরিয়া	৮৪.৬৮	৯১১.১৫
	ছাদ স্তর ঢাকা এরিয়া	১৮.০৭	১৯৪.৪৩

জমির পরিমাণ ২১৫২.৮০ বর্গফুট সহ, আরএস দাগ নং ২৩৯২ (অংশ) মোট ২১৫২.৮০ বর্গফুট সমতুল ২.৯৯ কাঠা, মৌজা- তেঁতুলকুলি, জেএল নং ৫৩, থানা - ডোমজুড়, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ দলিল-উপ-ইজারা নং আই-১৯০১-০৭৯২১/২০১৮ রেজিস্ট্রিকৃত - এআরএ-আই, কলকাতা জেলা : কলকাতা, ১২/১০/২০১৮ তারিখে এবং অবস্থিত অনুর্বর জমি এবং উক্ত জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : তেঁতুলকুলি মৌজা ও খালের দাগ নং ২৩৯২ এর পার্শ্ববর্তী খালি জমি
দক্ষিণে : ১০ মিটার চওড়া সারি
পূর্বে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৭
পশ্চিমে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৯
'কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি'-এর মধ্যে ২১৯.৯৯ বর্গ মিটার পরিমাপের ২৩৬৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল টাউনশিপের মধ্যে এ/০৯/১৯ নম্বর রো হাউসটি এখানে নীচে উল্লিখিত সমুদয় অংশ সহ।

তল	বিবরণ	বর্গ মিটার	বর্গফুট
	একতলা ঢাকা এরিয়া	৯৯.০৪	১০৬৫.৬৭
	সীমা পাঁচিল এরিয়া	২.৩০	২৪.৭৪
একতলা	আধা ঢাকা এরিয়া	১০.২৫	১১০.২৯
	কার পোর্ট এরিয়া	০৬.০১	৬৪.৬৬
দ্বিতীয় তল	দোতলার ঢাকা এরিয়া	৮৪.৩২	৯০৭.২৮
	ছাদ স্তর ঢাকা এরিয়া	১৮.০৭	১৯৪.৪৩

জমির পরিমাণ ১৭৩১.৯৩ বর্গফুট সহ, আরএস দাগ নং ২৩৯২ (অংশ) মোট ১৭৩১.৯৩ বর্গফুট সমতুল ২.৪০ কাঠা, মৌজা- তেঁতুলকুলি, জেএল নং ৫৪, থানা - ডোমজুড়, হাওড়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ দলিল-উপ-ইজারা নং আই-১৯০১-০৭৯১৯/২০১৮ রেজিস্ট্রিকৃত - এআরএ-আই, কলকাতা জেলা : কলকাতা, ১২/১০/২০১৮ তারিখে এবং অবস্থিত অনুর্বর জমি এবং উক্ত জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : তেঁতুলকুলি মৌজা ও খালের দাগ নং ২৩৯২ এর পার্শ্ববর্তী খালি জমি
দক্ষিণে : ১০ মিটার চওড়া সারি
পূর্বে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৮
পশ্চিমে : সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/২০

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৪ জানুয়ারি ২০২৪
স্থান : মুম্বই

এখন সিবিআই ও ইডির আতঙ্কে মানুষ ভুগছে : বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারে আয়োজিত জেলা শ্রমিক মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সভামঞ্চ থেকে বিমানবাবু বলেন, 'আমি অবাক হয়ে যাই, স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং চলছে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার এক সদস্যের বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স রেড করে দিল। আজকে সিবিআই ও ইডির আতঙ্কে সমস্ত মানুষ ভুগছে।

বিশেষ করে রাজনীতি করেন যাঁরা। যাঁরা বিধায়ক ও মন্ত্রিসভার সদস্য আছেন, তাঁরা কাজ করবে কী করে? এর প্রোটেকশন কোথায়? লোকসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার চুপ করে শুনছেন। তাঁরা কোনও উত্তর দিতে পারেননি। আমি বলছি ইডি, সিবিআই আতঙ্ক দূর করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের অধ্যক্ষদের কাজ হল বিধানসভার সুষ্টু ভাবে পরিচালনা করতে হবে। এটা আমাদের দেখতে হবে। বিধায়কদের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে তা দূর করতে হবে। বিধানসভায় বিধায়করা আতঙ্কমুক্ত ভাবে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে তা কেন্দ্রের দায়িত্ব।' সম্প্রতি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত অধ্যক্ষদের সম্মেলনে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন বলে জানান রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার থেকে ডায়মন্ড হারবারের ডায়মন্ড ক্লাবের মাঠে শুরু হয়েছে দু'দিনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শ্রমিক মেলা। প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার সূচনা করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি সহ একাধিক বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধি।

হাতির তাণ্ডবে মাথায় হাত আলু চাষিদের, বন দপ্তরের ব্যর্থতার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: আলুর জমির ওপর রাতভর তাণ্ডবলীলা চালাল হাতির দল। বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের বাকাদহ রেঞ্জের আমডগড়া বিটের গোটশোল এলাকায় চাষিদের অভিযোগ, রাতের বেলায় পশ্চিম মেদিনীপুরের দিক থেকে ২০ থেকে ২৫টি হাতির একটি দল আসে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলের দিকে, গোটশোল এলাকায় কৃষকরা বিঘার পর বিঘা আলু চাষ করেছেন, সেখানে তাণ্ডব চালায়।

কৃষকদের দাবি, যখন তাঁরা আলু লাগিয়েছিলেন অকাল বৃষ্টিতে সমস্ত গাছ নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় তাঁরা সেই দুঃখ কষ্ট ভুলে আলু চাষ করেছিলেন, এবার হাতির তাণ্ডবে আলু ঘরে তোলার আগেই মাঠের ফসল মাঠে নষ্ট হয়ে গেল। এমত পরিস্থিতিতে মাথায় হাত কৃষকদের। তাঁরা জানাচ্ছেন, মহাজনের কাছে ঋণ করে তাঁরা আলু চাষ করেছিলেন, এবার তাঁরা কী করবেন ভেবে কূল পাচ্ছেন না।

অন্যদিকে তাঁদের দাবি, প্রতিবছরই হাতি এলাকায় কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি করে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেয় না বন দপ্তর। এমনকি এলাকায় হাতি আসলেও আগাম জানাচ্ছে না বন দপ্তর। ফলে প্রতিবছরই হাতির হানায় অতিষ্ঠ গোটশোল এলাকার কৃষকরা। কৃষকরা দাবি করেন, সরকারি সাহায্য ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় নেই। সরকারি সাহায্য না পেলে হয়তো তাঁদের আত্মহত্যা করতে হবে। এমনকি স্থানীয় রেঞ্জ ও বিট অফিসারদের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন এলাকার কৃষকরা। বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহর দাবি, হাতির দলটিতে কিছু বাচ্চা হাতি রয়েছে, যে কারণেই তাদের কাছ থেকে কোনও মুভমেন্ট করা যাচ্ছে না, তবে যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি জানান, স্থানীয় রেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ পাবেন বন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী।

দুর্ঘটনায় মৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সাত সকালেই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তি। ৫৫ বছর বয়সি ওই মৃত ব্যক্তির নাম শেখ শওকত। জামালপুর থানার কেরিলি গ্রামের বাসিন্দা তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত এক মহিলা ও এক শিশু চিকিৎসার জন্য বর্ধমান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ন'টা পঞ্চাশ নাগাদ মেমারির দিক থেকে তারকেশ্বরের দিকে যাওয়ার সময় পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত কেরিলি গ্রামের কেড়েলি পেট্রোল পাম্পের উলটো দিকে মশাগ্রাম রেলগেট থেকে জামালপুর যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি অপর দিক থেকে আসা এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির এবং আহত হন ২ ব্যক্তি। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

নজরদারি জোরদারে চারটি নয়া অত্যাধুনিক রাডার স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: দেশের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায় নজরদারি জোরদার করতে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী চারটি নতুন অত্যাধুনিক রাডার স্টেশন তৈরি করছে। পূর্ব উপকূলে ইতিমধ্যেই চারটি রাডার স্টেশন রয়েছে। এগুলির পরিকাঠামোও ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে উপকূলরক্ষী বাহিনীর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা ইন্সপেক্টর জেনারেল ইকবাল সিং চৌহান জানিয়েছেন।

বাহিনীর ৪৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস বৃহস্পতিবার। তার প্রাক্কালে মঙ্গলবার হলদিয়ার হভার ক্রাফট ঘাঁটিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, এরাজ্যের নতুন দু'টি রাডার স্টেশনের একটি হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জে এবং অন্যটি পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে। সাগরদ্বীপ ও হলদিয়াতে থাকা দু'টি রাডার স্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও শেষ পর্যায়ে। রাডারের পাশাপাশি সেখানে আধুনিক নজরদারি ক্যামেরাও থাকছে।

আইজি চৌহান জানান, নতুন রাডার স্টেশন গুলি কাজ শুরু করলে উপকূল রক্ষী বাহিনীর নজরদারি, খোঁজ এবং উদ্ধার কাজের দক্ষতা আরও বাড়বে। বাহিনীর সাম্প্রতিক কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি জানান, নজরদারি, খোঁজ এবং উদ্ধারের মতো প্রাথমিক কাজগুলি ছাড়াও ক্রমবর্ধমান জলদূষণ রুখতে সচেতনতা প্রচারের কাজ করা হচ্ছে। অবৈধ পাচার রুখতে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। তাঁরাও উপকূল রক্ষী বাহিনীর চোখ, কান হিসাবে কাজ করছেন।

সমুদ্রপথে মাদক পাচার সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে তিনি জানান, উপকূল রক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় গত পাঁচ বছরে ৬,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের বেআইনি মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রায় ২০ জন। সমুদ্রপথে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রতিনিধি দলকে উপকূল রক্ষী বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করতে হলদিয়া থেকে হভার ক্রাফটে সাগরদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: হাতির পালের তাণ্ডবে গোয়ালতোড় চন্দ্রকোনা ও গড়বেতা এলাকার আলু চাষিরা সর্বস্বান্ত হতে বসেছেন বলে দাবি। গত এক সপ্তাহে এইসব এলাকার ১২-১৪টি মৌজায় ২০০-২৫০ বিঘা আলুর জমি সহ সবজি খেতের ফসল নষ্ট করেছে হাতির দল। ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে গড়বেতার ধাদিকা মৌজায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার কয়েকশো ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবার। প্রশাসন ও বন দপ্তর এব্যাপারে নির্বিকার থাকার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখানো হয় ধাদিকা বীট দপ্তরেও। বীট অফিস ঘেরাও করে রাখা হয়। হাতির একাধিক পালের তাণ্ডব চললেও প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না, কৃষকরা তার জবাব চান। ক্ষতিগ্রস্ত জমিগুলো পরিদর্শন সহ বিঘা প্রতি ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করার দাবিতে কৃষকদের এই বিক্ষোভ অবরোধ চলে।

গড়বেতা গোয়ালতোড় চন্দ্রকোনা রোড ব্লক এলাকার মৌজাগুলিতে হাতির তিনটি পাল আলু ও সবজির জমির ফসল খেয়ে সাবাড় করে দেওয়ায় আলু চাষিরা কার্যত আর্তনাদ করছেন। বোরো চাষের কচি ধানগাছও হাতির পাল তছনছ করে দিচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা ও ক্ষতিগ্রস্ত চাষি সুবেদ নায়েক, অজয় মাহাতো, শেখ রবিউল, শেখ সরফরাজদের দাবি, বন দপ্তর ও প্রশাসনকে হাতি তাড়ানোর আবেদন জানালেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। গত ২১ জানুয়ারি রাতে শিলাবতী নদী পার হয়ে গড়বেতার গনগনি হয়ে প্রায় ৮০টি হাতির একটি দল ঢোকে। এখন প্রতি দলে ২৫-৩০টি করে হাতি রয়েছে। দলমা থেকে আসা বুনো হাতির এরকম তিনটি দল

এলাকার কৃষকদের ফসল নষ্ট করে তাদের সর্বস্বান্ত করেছে। এইসব কৃষকরা মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে বা কারও কাছ থেকে দাদন নিয়ে চুক্তিতে চাষ করছেন। হাতির পাল এভাবে ফসল নষ্ট করে দিলে সেই ঋণ মেটাবেন কী করে। এক একজনের জমি থেকে এক বস্তাও আলু ঘরে উঠবে না বলে দাবি।

তাই বন দপ্তরের ওপর ক্ষুব্ধ কৃষকরা ৬০ নম্বর গড়বেতার ধাদিকাতে সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। কৃষকদের ন্যায্য দাবির কাছে নমনীয় হয়ে জেলা প্রশাসন ও বনবিভাগ কৃষকদের সঙ্গে সভা করে ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা করার লিখিত প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয়। এরপর জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ০৬.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : অসীম সাহা** গ্রাম : পালপাড়া, ১৩০৭ কেবিএম, পো : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২ **২. ঋণগ্রহীতা : চম্পা সাহা** গ্রাম : পালপাড়া, ১৩০৭ কেবিএম, পো : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২ জামিনদাতা : দেবাশিস ঘোষ, পিতা কালীদাস ঘোষ, গ্রাম এবং মৌজা : চন্দ্রপুর, পো : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **খ) পায়রাডাঙ্গা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : ৩৪ নং উত্তর ভবানীপুর, থানা : চাকদহ, এডিএসআরও -চাকদহ, চাকদহ পুরসভা, নদিয়া, অধীনে নিম্নোক্ত সম্পত্তি : খতিয়ান নং আরএস ২৩৮, এলআর ৪৯০, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৩ (অংশ), এরিয়া : ০১ ডেসিমেল, আরএস ৩৭৬ এবং এলআর ১/৩৭৬ , এরিয়া : ০২ ডেসিমেল মোট এরিয়া : ০৩ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : স্বর্ণ চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে : রমা মন্ডলের খালি জমি, পূর্বে : পিচ সড়ক, পশ্চিমে : অনিল বিশ্বাসের ভবন সমন্বিত।	**২৯,৯৪,৯১৩.২৭ টাকা** (উনত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার নশো তেরো টাকা এবং সাতাশ পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ২৪,৬৪,১৭৪.১৬ টাকা + ৫,৩০,৭৩৯.১১ টাকা) **২৮.০১.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৩৫.০২ লাখ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লাখ দুই হাজার টাকা) **খ) ৩.৫১ লাখ টাকা** (তিন লাখ একান্ন হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB30161802928** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**ক) ১. মেসার্স মায়া ডিস্ট্রিবিউটরস** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী অরুণাভ সেন** **২. শ্রী অরুণাভ সেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা রমেশ চন্দ্র সেন **৩. শ্রীমতি মায়া সেন (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা)** স্বামী রমেশ চন্দ্র সেন **৪. শ্রীমতি মৌসুমী সেন (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী অরুণাভ সেন **সকলের ঠিকানা :** ২৬/১, তমালতলা রোড, ওয়ার্ড নং ০২, পো : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৩০২, প ব। **খ) পশ্চিম মায়াপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ আনুমানিক ০২ ডেসিমেল **শ্রীমতি মায়া সেন** (স্বামী রমেশ চন্দ্র সেন) অবস্থিত জেএল নং ২০, মৌজা: নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আরএস ৪০৫, এলআর ১০৭৬৯, বর্তমান এলআর ১৯৭৮৬। প্লট/আরএস দাগ নং ৩৬৭৪, এলআর ৫৯০১ টাইপ- জমি এবং ভবন, নবদ্বীপ পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, হোল্ডিং (হাল) ২৬/১, পো : নবদ্বীপ, থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৩০২, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৩৭০-২০০৬ , তারিখ ২০.০৩.২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত : এডিএসআরও -নবদ্বীপ, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৮, পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে ১২৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীকান্ত দাস এর ভবন, দক্ষিণে: প্রয়াত অমরেশ চন্দ্র সেন এর সম্পত্তি, পূর্বে : তমালতলা রোড, পশ্চিমে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	**৮১,১৭,৯৫০.৩৪ টাকা** (একাশি লাখ সতের হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ৭১,৭৬,৭৯২.৩৭ টাকা + ৯,৪১,১৫৭.৯৭ টাকা) **২৮.০১.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ২৭.৬৮ লাখ টাকা (*)** (সাতাশ লাখ আটষট্টি হাজার টাকা) **খ) ২.৭৭ লাখ টাকা** (দুই লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB30150149570** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
৩	**ক) ১. মেসার্স রাধাকৃষ্ণ ওয়েভিং ফ্যাক্টরি (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বা : নির্মল দেবনাথ** গ্রাম এবং পো : গাদিয়াগাছা, থানা : নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৩১৫, পশ্চিমবঙ্গ। **২. শ্রী নির্মল দেবনাথ (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা)** পিতা যোগেশ দেবনাথ, গ্রাম এবং পো : গাদিয়াগাছা, থানা : নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : নদিয়া , পিন : ৭৪১৩১৫, পশ্চিমবঙ্গ। **৩. শ্রী যোগেশ চন্দ্র দেবনাথ (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত নবীন চন্দ্র দেবনাথ, পো : নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৩১৫, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) তিয়োরখালি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : গাদিয়াগাছা,জেএল নং ১৭, স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো: গাদিয়াগাছা,থানা : নবদ্বীপ,জেলা : নদিয়া , পি/ন : ৭৪২১০৩, খতিয়ান নং সিএস ১৬৩, আরএস ১১৮৭, এলআর ৪৮২, ১০১৪, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৫০৩, এলআর দাগ নং ৩৭৯, ৩৭৮/২২০৮, ৩৭৮/২২০৭, ৩৬৯/২১৯৮, জমির শ্রেণি : বাড়ি এবং কারখানা, জমির মোট এরিয়া : ১৬ ডেসিমেল/৯.৬৯ কাঠা উল্লেখ্য বিভাজিত দলিল নং ১/২৮৫ তারিখ ১৩.০২.২০০৭, **সম্পত্তি শ্রী যোগেশ চন্দ্র দেবনাথের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : গৌড়ীয় মঠের খালি জমি, দক্ষিণে : ভরত সরকারের ভবন,পূর্বে : নিতাই দেবনাথের ভবন, পশ্চিমে : মেটাল রোড ১২ ফুট।	**১৯,৯৩,৩৩২.৭৯ টাকা** (উনিশ লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশ বত্রিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ১৩,৫৩,২৩২.০৪ টাকা + ৬,৪০,১০০.৭৫ টাকা) **২৯.০১.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৪৪.৯২ লাখ টাকা (*)** (চুয়াল্লিশ লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা) **খ) ৪.৫০ লাখ টাকা** (চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB12309209959** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৬.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ৩০.০১.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

যূনিয়ন বৈঁক Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস। এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ "**যেখানে যা আছে**", "**যেখানে যা কিছু আছে**", "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে আগামী **১৪.০২.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১৪.০২.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৩.০২.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১৪.০২.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৩.০২.২০২৪	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৬,৯০,৪৭১.০০ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ নব্বই হাজার চারশত একাত্তর টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৫,২৬,৬৮৪.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছ'শো চুরাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আশা ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরক** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির বিবরণ :** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বিদ্যমান বি+২ বাণিজ্যিক ভবন এবং এবিএস শেড এলপিজি গ্যাস গোডাউন, শ্রী কিষাণ হাঁসদা এর মালিকানাধীন, জেএল নং-৩০, খতিয়ান নং পূর্ববর্তী হাল-২৬, হাল-২৭৮৪, প্লট নং-১৮০৯-এ অবস্থিত। এলাকা ১৬ ডেসিমেল, (গ্যাস গোডাউন) রূপান্তরের পরে, জেলা- বীরভূম, থানা- নলহাটি, মৌজা হরিদাসপুর, হরিদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পরিমাপ- ১৬ শতক (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- রাহুল ভগতের জমি, পূর্বে-রাহুল ভগতের জমি, পশ্চিম- রাহুল ভগতের জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ৩৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮৬,৩০০.০০ টাকা	৩৩,২৪,৪৬২.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : আশিস কুমার মাল** **শাখা-সিউড়ি** **সম্পত্তি -** জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা চাতরা -তে অবস্থিত, জেএল নং- ৭৭, আরএস খতিয়ান নং-১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫১, খতিয়ান নং- ১৫৩, দাগ/ প্লট নং- ৫২১, কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- চাঙ্গুরিয়া, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূমে ০৪ শতক পরিমাপের আশিস কুমার মালের নামে । **যোগাযোগ ব্যক্তি : শ্রী অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	১. ৭,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ৭০,৫০০.০০ টাকা	৮,৮৯,৯৯৮.০০ টাকা (আট লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি -** জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৪,৮১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৮,১০০.০০ টাকা	৯,৯৪,৬২৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৯,৯৪,০০০.০০ টাকা ২. ৯৯,৪০০.০০ টাকা	১৩,৫৫,৪২৪.০০ টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি :** মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৩,৮৮,০৫৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৪,৪৮,৬৮৮.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ আটচল্লিশ হাজার ছ'শো অষ্টআশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : গোলাম মোস্তফা** **শাখা-জাহাননগর** **সম্পত্তি-** জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৯, এলআর প্লট নং - ৭১৩,৭১৫ এবং ৭১৬ উপ খ. নং- ১৪৭৪, মৌজা- খেতপুর পালসি, অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কাটোয়া জেলা- বর্ধমান **গোলাম মোস্তফার মালিকানাধীন। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- মালিকের প্লট, দক্ষিণ- ১এসটিডি বিল্ডিং সাদিক আলী ও সাদিহানি মল্লিক, পূর্ব- রাস্তা ১৫ফুট প্রশস্ত, পশ্চিম- পুকুর দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী অতীশ রঞ্জন- ৮৩৯০৮২৪৯৪১**	১. ১০,৫১,০০০.০০ টাকা ২. ১,০৫,১০০.০০ টাকা	৬,৫১,৬০৯.০০ টাকা (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত নয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি -** মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সুদীপ রায় : ৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা ২. ৪৫,৪০০.০০ টাকা	৯,৩৭,৬২২.০০ টাকা (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত বাইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **১৩.০২.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ২৯.০১.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

বাজেট অধিবেশনের আগে বিরোধী সাংসদদের সাসপেনশন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: সংসদের বাজেট অধিবেশনের আগে বিরোধী সাংসদদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করল সরকার। রাজ্যসভার মোট ১১ এবং লোকসভার ৩ সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রের খবর।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সাসপেন্ড হন ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদ। তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী দলের অধিকাংশ সাংসদকেই সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে ১৩২ জন সাংসদের সাসপেনশন ছিল শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিন পর্যন্ত। বাকি ১৪ জন সাংসদের সাসপেনশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা প্রিভিলেজ কমিটির।

বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। যা দ্বিতীয় মোদি সরকারের শেষ সংসদ অধিবেশন। তার আগে মঙ্গলবার সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল সরকার। মোট ৩০ দলের ৪৫ জন নেতা ওই বৈঠকে যোগ দেন। সূত্রের খবর, সর্বদল বৈঠকে বিরোধীরা সাসপেনশন নিয়ে সরব হয় বিরোধী শিবির। বৈঠক শেষেই সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল জানান, বিরোধী সাংসদদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হবে। তারপরই ১১ জন রাজ্যসভার সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে লোকসভার ৩ সাংসদের ব্যাপারটি এখনও রয়েছে প্রিভিলেজ কমিটিতে।

উল্লেখ্য, সংসদে গ্যাস হামলার প্রতিবাদ করায় শীতকালীন অধিবেশনে গণহারে সাসপেন্ড করা হয় বিরোধী সাংসদদের। অধিবেশনের শেষের দিকে কার্যত বিরোধী শূন্য হয়ে যায় সংসদ। যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলনও করেছে ইন্ডিয়া শিবির। বাজেট অধিবেশনের আগে এই সাসপেনশন প্রত্যাহার অবশ্য প্রত্যাশিত ছিল।

১৬ লোকসভা আসনে প্রার্থী অখিলেশের

লখনউ, ৩০ জানুয়ারি: আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা শেষ হয়নি এখনও। তারই মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ১৭টি লোকসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (এসপি)। অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল এ বারও তাঁর পুরনো কেন্দ্র মৈনপুরীতেই লড়বেন।

ডিম্পল ছাড়াও প্রয়াত দলের প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদবের পরিবারের অক্ষয় যাদব (ফিরোজাবাদ), ধর্মেন্দ্র যাদব (বদায়ুঁ)। আম্বেদকর নগরে প্রার্থী করা হয়েছে প্রভাবশালী কুর্মি নেতা লালজি বর্মাকে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে এসপি উত্তরপ্রদেশে পাঁচটি আসনে জিতেছিল। পরে রামপুর এবং আজমগড় উপনির্বাচনে জিতে নেয় বিজেপি। ডিম্পল ছাড়াও আর এক বিদায়ী সাংসদ সফিকুর রহমান বার্ককে তাঁর পুরনো কেন্দ্র সম্বলে টিকিট দেওয়া হয়েছে।

গত শনিবার অখিলেশ দাবি করেছিলেন, লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ১১টি কংগ্রেসকে ছাড়ার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। যদিও তার পরেই কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়, আলোচনা এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে এসপির একতরফা প্রার্থী ঘোষণায় উত্তরপ্রদেশে 'ইন্ডিয়া'র ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অখিলেশের দল যে আসনগুলিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটি কংগ্রেসের তালিকাতেও ছিল বলে খবর। এর মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরশিদের পুরনো কেন্দ্র ফারুকাবাদ। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নির্মল ক্ষত্রীর ২০০৯ সালে জেতা ফৈজাবাদ রয়েছে এই তালিকায়। রয়েছে ২০০৯-এ কংগ্রেসের জেতা ধৌরাহরা। লখনউ কেন্দ্রেও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ২ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। ঘটনাচক্রে, এই আসনগুলিতে পরবর্তী সময়েও কখনও জেতেনি অখিলেশের দল।

দেশের গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ, ইমরানের ১০ বছরের জেল!

ইসলামাবাদ, ৩০ জানুয়ারি: দেশের গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিল বিশেষ পাকিস্তানি আদালত।

ইমরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর হাত থেকে বেহাত হয়েছে দেশের গোপন তথ্য সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক তার বা চিঠি। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলারই শুনানি ছিল পাকিস্তানের স্পেশ্যাল কোর্টে। সেখানেই ইমরান এবং তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর সহ সভাপতি শাহ মেহমুদ কুরেশিকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

তোষাখানা মামলায় আগেই ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করেছিল পাকিস্তান পুলিশ। তার পর থেকে জেলেই রয়েছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলছে পাকিস্তানের আদালতে। এর মধ্যেই একটি ছিল এই মামলাটি। যদিও ইমরান প্রথম থেকেই বলে এসেছেন, চিঠি সংক্রান্ত পুরো বিষয়টিই একটি ষড়যন্ত্র। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর জন্যই ওই ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে।

২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হন ইমরান। তার পরে ২০২৩ সালের ৫ অগস্ট তাঁকে কারাদণ্ড দেয় ইসলামাবাদ কোর্ট। তোষাখানা মামলায় তিন বছরের জেলের সাজা দেওয়া হয়েছিল ইমরানকে। অ্যাটাক ডিস্ট্রিক্ট জেলে বন্দি ছিলেন তিনি। এর পরে গত বছর ডিসেম্বরেই পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট ইমরান এবং কুরেশিকে জামিন দিয়েছিল। তবে জামিন পেলেও তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অন্য মামলাগুলির জন্য জেলেই ছিলেন ইমরান।

NIT No.SFDC/MD/NIT-43(e) /2023-24, {2nd Call}

SFDC Ltd. Invites the tender for the work "Construction of different buildings in connection with the work Construction of fishing harbour at Namkhana, South 24 Parganas". Bid submission end date on **21/02/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **23/02/2024 at 4.00 p.m.** For details please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

Tender Notice

Ramakrishna Mission Sikshanamandira invites tender for -

1. Purchase and Installation of IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) Software with Perpetual/Lifetime License

(E-Tender ID: 2024_DHE_655993_1)

Published in WB NIC eTender Portal (wbtenders.gov.in)

BOLPUR MUNICIPALITY

Bolpur, Birbhum

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. WBMAD/ULB/BM/PW/BMS/NIT-15 (2nd Call)/2023-2024

1. Tender Reference Number : 2852/ BM/2023-2024 Dated 11.01.2024

2. Tender Id :- 2024_MAD_644093_1

Due to many holidays this tender submission time period, so tender submission closing date forwarded for 8 days up to 07.02.2024 at 10.30 A.M. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

NIT Memo No.: N.I.T. 70/EO/ Bishnupur-I Dated 30/01/2024, & N.I.T. 238/Bishnupur-II Dated 30/01/2024

Tender is hereby invited for (2 and 3 nos works respectively under different Funds) from Bonafide and resourceful contractors having **40%** credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply.
Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.

Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-II Development Block
South 24 Parganas

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No:- 15/2023-24
Memo No: 3162/GM Dated: 30.01.2024

1st Call for N.I.e.T 15/2023-24 is invited by this Municipal Authority for 08 nos. development works in different Wards under Guskara Municipality. Last Date of Submission tenders application 17.02.2024 up to 12.00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.guskaramunicipality.co.in**.

Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

E-TENDER

Sealed E-Tender vide NIT No. 21/ Nalhati/2023-24 is hereby invited from the bonafide, resourceful and experience, Contractor for **"Replace Of Existing Damage Roof Sheet For Godown Shed at Raghunathpur Farm Under WBCADC Nalhati - I Project, FY : 2023-24"** a) Tender Value : Rs.2,59,611/- b) Last date of Application : 12/02/2024 up to 14:30 hrs. For details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC Nalhati-I Project

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-TENDER NOTICE

1) Name of the Work: Construction of Culvert for High Drain at Rishi Aurobinda Nagar, within Ward No.- 16, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-125/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_655890_1 • Estimated Amount : Rs. 4,87,497/-
Last Date : 10th February 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-90/2023-24

Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_656393_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.

Sd/-
Exe. Engr., ADDA, Durgapur

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender is invited for Civil work at the office of the Commission.
Details available at https://wbtenders.gov.in.
Tender ID: **2024_WBSEC_652416_1**
Last date and time of submission of BID 15.02.2024 up to 2PM.

Secretary
West Bengal State Election Commission

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the e-Tender vide **No. 17/PGP/15th FC/2023-24. (Tender ID: 2024_ZPHD_656319_1)** for Construction of 1 no. of PCC Road Bid submission start date (online) **30/01/2024 from 11-30 a.m,** Bid submission closing date (online) **07/02/2024 upto 12-30 p.m,** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the e -Tender vide **No. 16/PGP/15th FC/2023-24. (Tender ID: 2024_ZPHD_656311_1)** for Construction of Pucca drain Bid submission start date (online) **30/01/2024 from 11-30 a.m,** Bid submission closing date (online) **15/02/2024 upto 12-30 p.m,** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **15/PGP/15th FC/2023-24,** (Tender **ID: 2024_ZPHD_656272_1 TO 5)** for Construction of 5 nos. of different kind of Civil work
Bid submission start date (online) **30/01/2024 from 11-30 a.m.** Bid submission closing date (online) **07/02/2024 upto 12-30 p.m.** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) vide **NIT No.: 70/KGP/2024 (Sl.- 01 & 02), Fund: 15th FC (TIED), Date: 30.01.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **31.01.2024 at 06:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **15.02.2024 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **16.02.2024 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **19.02.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Ghoshpara, Bally, Howrah, 711227

Notice Inviting e-Tender

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: I) WBZP/NGP/NIT-32/23-24, II) WBZP/NGP/NIT-33/23-24, III) WBZP/NGP/NIT-34/23-24, IV) WBZP/NGP/NIT-35/23-24, V) WBZP/NGP/NIT-36/23-24, VI) WBZP/NGP/NIT-37/23-24, VII) WBZP/NGP/NIT-38/23-24, Date: 25/01/2024. Fund : 15th FC & 5th SFC.** Bid Submission Start Date: **25.01.2024 at 05:00 PM.** Last Date of Bid Submission: **05.02.2024 up to 05:00 PM.** Date of Opening: **07.02.2024 at 05:00 PM** and **VIII) WBZP/NGP/NIT-39/23-24 & IX) WBZP/NGP/NIT-40/23-24.** Bid Submission Start Date: **25.01.2024 at 05:00 PM.** Last Date of Bid Submission: **06.02.2024 up to 11:00 AM.** Date of Opening: **08.02.2024 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED
adventz
CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and Nine month ended 31st December, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine month ended		Year Ended
		31/12/2023	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/03/2023
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	**Income from operations**						
	a) Interest Income	109.07	105.93	97.49	301.23	289.22	386.12
	b) Rental Income	10.28	10.27	6.85	328.42	30.82	44.51
	Total Income from operations (net)	**119.35**	**116.20**	**104.34**	**629.65**	**320.04**	**430.63**
2	**Expenses**						
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	30.12	20.68	20.65	71.45	72.85	103.82
	c) Depreciation and amortisation expense	1.06	0.91	1.27	2.87	3.25	4.63
	d) Other expenditure	21.38	31.07	6.64	71.45	28.54	67.83
	Total expenses	**52.56**	**52.66**	**28.56**	**145.77**	**104.64**	**176.28**
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	66.79	63.54	75.78	483.88	215.40	254.35
4	Other Income	28.04	15.94	15.48	54.38	28.62	52.78
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	94.83	79.48	91.26	538.26	244.02	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	94.83	79.48	91.26	538.26	244.02	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-		-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	**94.83**	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**307.13**
10	Tax Expenses	-	-	-		-	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	**94.83**	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**239.81**
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs………..)	-	-	-		-	-
13	**Net Profit/(Loss) for the period (11-12)**	**94.83**	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**239.81**
14	**Other Comprehensive Income/(Loss)**						
	Items that will not be reclassified to profit or loss	3,300.26	2,488.18	145.99	7,647.58	512.76	(431.84)
	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(755.09)	(569.30)	(33.40)	(1,749.76)	(117.32)	98.80
15	**Total Comprehensive Income for the period**	**2,640.00**	**1,998.36**	**203.85**	**6,436.08**	**639.46**	**(93.23)**
16	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
17	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-		-	6,120.68
18	Earning per Share (EPS)						
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items (not annualised)	1.69 (not annualised)	1.41 (not annualised)	1.62 (not annualised)	9.56 (not annualised)	4.34 (not annualised)	4.26
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items (not annualised)	1.69 (not annualised)	1.41 (not annualised)	1.62 (not annualised)	9.56 (not annualised)	4.34 (not annualised)	4.26

Segment wise Standalone Revenue, Results and Capital Employed for the quarter and Nine month ended 31st December, 2023

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year Ended
		31/12/2023	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/03/2023
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	Segment Revenue						
	a) Investments Activities	137.11	121.87	112.31	355.61	317.18	438.25
	b) Rental Activities	10.28	10.27	6.85	328.42	30.82	44.51
		147.39	**132.14**	**119.16**	**684.03**	**348.00**	**482.76**
2	Segment Results						
	a) Investments Activities	113.70	119.27	112.32	329.59	317.17	431.39
	b) Rental Activities	8.11	9.52	6.84	315.31	21.39	27.70
		121.81	128.79	119.16	644.90	338.56	459.09
	Less : Unallocable Expenses	26.98	49.31	28.56	106.64	95.20	152.62
		94.83	79.48	90.60	538.26	243.36	306.47
	Add : Unallocable Revenue	-	-	0.66	-	0.66	0.66
		94.83	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**307.13**
3	Segment Assets						
	a) Investments Activities	17,715.10	14,418.11	10,590.82	17,715.10	10,590.82	9,486.12
	b) Rental Activities	51.62	48.19	44.77	51.62	44.77	58.46
	c) Unallocable	117.38	87.42	53.93	117.38	53.93	259.84
		17,884.10	**14,553.72**	**10,689.52**	**17,884.10**	**10,689.52**	**9,804.42**
4	Segment Liabilities						
	a) Investments Activities	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,493.63	2,493.63	2,480.36	2,493.63	2,480.36	2,495.69
		2,563.65	**2,563.65**	**2,550.38**	**2,563.65**	**2,550.38**	**2,565.71**

Notes :

1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th January, 2024
2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4 Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
5 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.
6 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
7 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs.25000/- p.m. to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against them in District Court for which Decree had been obtained and appeal filed by the tenant in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off . The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant.
A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company in the previous quarter as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company.
8 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. A tenant to whom it is subleased has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. No rental income or expenses have been accounted for.
9 In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. Management feels it is prudent not to account for, until receipt.
10 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Place : Kolkata
Dated : 30th January, 2024

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED
adventz
CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and Nine month ended 31st December, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine month ended		Year Ended
		31/12/2023	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/03/2023
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	**Income from operations**						
	a) Interest Income	109.07	105.93	97.49	301.23	289.22	386.12
	b) Rental Income	10.28	10.27	6.85	328.42	30.82	44.51
	Total Income from operations (net)	**119.35**	**116.20**	**104.34**	**629.65**	**320.04**	**430.63**
2	**Expenses**						
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	30.12	20.68	20.65	71.45	72.85	103.82
	c) Depreciation and amortisation expense	1.06	0.91	1.27	2.87	3.25	4.63
	d) Other expenditure	21.38	31.07	6.64	71.45	28.54	67.83
	Total expenses	**52.56**	**52.66**	**28.56**	**145.77**	**104.64**	**176.28**
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	66.79	63.54	75.78	483.88	215.40	254.35
4	Other Income	28.04	15.94	15.48	54.38	28.62	52.78
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	94.83	79.48	91.26	538.26	244.02	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	94.83	79.48	91.26	538.26	244.02	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-		-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	**94.83**	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**307.13**
10	Tax Expenses	-	-	-		-	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	**94.83**	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**239.81**
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs………..)	-	-	-		-	-
13	**Net Profit/(Loss) for the period (11-12)**	**94.83**	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**239.81**
14	Share of Profit/(Loss) from Associate	16,813.99	3,996.36	(469.20)	29,469.00	3,033.26	(1,593.57)
15	**Net Profit/(Loss) for the period (13-14)**	**16,908.82**	**4,075.84**	**(377.94)**	**30,007.26**	**3,277.28**	**(1,353.76)**
16	**Other Comprehensive Income/(Loss)**						
	Items that will not be reclassified to profit or loss	3,300.26	2,488.18	145.99	7,647.58	512.76	(431.84)
	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(755.09)	(569.30)	(33.40)	(1,749.76)	(117.32)	98.80
17	**Total Comprehensive Income for the period**	**19,453.99**	**5,994.72**	**(265.35)**	**35,905.08**	**3,672.72**	**(1,686.80)**
18	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
19	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-		-	33,323.01
20	Earning per Share (EPS)						
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items (not annualised)	300.45 (not annualised)	72.42 (not annualised)	(6.72) (not annualised)	533.20 (not annualised)	58.23 (not annualised)	(24.05)
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items (not annualised)	300.45 (not annualised)	72.42 (not annualised)	(6.72) (not annualised)	533.20 (not annualised)	58.23 (not annualised)	(24.05)

Segment wise Consolidated Revenue, Results and Capital Employed for the quarter and Nine month ended 31st December, 2023

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year Ended
		31/12/2023	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/03/2023
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	Segment Revenue						
	a) Investments Activities	137.11	121.87	112.31	355.61	317.18	438.25
	b) Rental Activities	10.28	10.27	6.85	328.42	30.82	44.51
		147.39	**132.14**	**119.16**	**684.03**	**348.00**	**482.76**
2	Segment Results						
	a) Investments Activities	113.70	119.27	112.32	329.59	317.17	431.39
	b) Rental Activities	8.11	9.52	6.84	315.31	21.39	27.70
		121.81	128.79	119.16	644.90	338.56	459.09
	Less : Unallocable Expenses	26.98	49.31	28.56	106.64	95.20	152.62
		94.83	79.48	90.60	538.26	243.36	306.47
	Add : Unallocable Revenue	-	-	0.66	-	0.66	0.66
		94.83	**79.48**	**91.26**	**538.26**	**244.02**	**307.13**
3	Segment Assets						
	a) Investments Activities	74,386.43	54,275.45	42,419.99	74,386.43	42,419.99	36,688.45
	b) Rental Activities	51.62	48.19	44.77	51.62	44.77	58.46
	b) Unallocable	117.38	87.42	53.93	117.38	53.93	259.84
		74,555.43	**54,411.06**	**42,518.69**	**74,555.43**	**42,518.69**	**37,006.75**
4	Segment Liabilities						
	a) Investments Activities	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,493.63	2,493.63	2,480.36	2,493.63	2,480.36	2,495.69
		2,563.65	**2,563.65**	**2,550.38**	**2,563.65**	**2,550.38**	**2,565.71**

Notes :

1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th January, 2024
2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4 Investments in Associate namely "Adventz Finance Private Limited" has been accounted as per Equity Method as per IND AS 28.
5 Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
6 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.
7 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
8 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs.25000/- p.m. to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against them in District Court for which Decree had been obtained and appeal filed by the tenant in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off . The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per directionof the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant.
A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company in the previous quarter as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company.
9 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. A tenant to whom it is subleased has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. No rental income or expenses have been accounted for.
10 In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. Management feels it is prudent not to account for, until receipt.
11 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Place : Kolkata
Dated : 30th January, 2024

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

দলে জায়গা পেলেও সরফরাজ কি একাদশে জায়গা পাবেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি: হার্শা ভোগলে কথাটা যথার্থই বলেছেন! ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে সরফরাজ আহমেদ ডাক পাওয়ার পর এই ধারাভাষ্যকার এক্সে লিখেছেন, 'সরফরাজ শুধু নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়েনি, ভেঙেচুরে দিয়েছে।'

ভেঙেচুরে দিয়ে সরফরাজ অবশেষে ভারত দলে সুযোগ পেয়েছেন, সেটাও লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা চোটে পড়েছেন বলে। এমনিতে ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের দলে তিনি ছিলেন না। এত দিন অপেক্ষার পর জায়গা মেলায় তাঁকে যাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, সেই বার্তাতেও উঠে এসেছে সরফরাজের এত দিনের প্রতীক্ষার কথা।

২০০৯ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে ভারতের হ্যারিস শিল্ড আন্তস্কুল টুর্নামেন্টে ৪৩৯ রানের ইনিংস খেলে আলোয় আসেন সরফরাজ। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ২০১৯ সাল থেকে অবিশ্বাস্য পারফর্মও করছেন। ২০১৯-২০ ও ২০২১-২০২২ টানা দুই মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি করেছেন ৯০০,এর বেশি রান। ঘরোয়া ক্রিকেটে ৬৬ ইনিংসে তাঁর গড় ৬৯.৮৫, যা ক্রিকেটে ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ গড় ৯৫.১৪ স্যার ডন ব্রাডম্যানের।

২০২০ সালের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সরফরাজ ২০০০, এর বেশি রান করেছেন, গড় ৮২.৪৬। এ সময়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এমন গড়ে এত রান বিশ্বের আর কোনো ক্রিকেটার করতে পারেননি। সরফরাজ তাই সেই ২০২০ সাল থেকেই দলে ডাক পাওয়া প্রহর গুনছিলেন। এমনকি গত বছরের জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে তাঁর আগে টেস্ট দলে বিবেচিত হয়েছেন টি-টোয়েন্টি সেনসেশন সূর্যকুমার যাদব।

এত অপেক্ষার পর ডাক পাওয়া সরফরাজেরে পরিবারের জন্য স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে সরফরাজের বাবা নওশাদ খান সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন, 'সরফরাজ প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, বিশেষ করে মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে, যেখানে ও বেড়ে উঠেছে। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিকে ধন্যবাদ, যেখানে গিয়ে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ওর প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য বিসিসিআই ও নির্বাচকদের ধন্যবাদ এবং সব সমর্থককে, যাঁরা ওর জন্য প্রার্থনা করেছেন, সমর্থন দিয়েছেন।'

সরফরাজের দলে ডাক না পাওয়ায় এর আগে সব সময়ই প্রতিবাদ করেছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। সরফরাজ ডাক পাওয়ার পর এক্সে তিনি লিখেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটের উইকেটে অগণিত ঘণ্টা পার করা থেকে জাতীয় দলে ডাক পাওয়া, সরফরাজ ও তাঁর পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ভারত দলে প্রথমবার ডাক পাওয়ায় তোমাকে অভিনন্দন।'

প্রথমবার দলে ডাক পাওয়া সরফরাজ কি একাদশে সুযোগ পাবেন? মিডল অর্ডার এই ব্যাটসম্যানের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টের দলে ডাক পেয়েছেন অলরাউন্ডার সৌরভ কুমার ও ওয়াশিংটন সুন্দর। আগে থেকেই দলে আছেন রজত পাতিদার। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে রাহুলের জায়গায় কে খেলবেন;সরফরাজ নাকি রজত? দলের সমন্বয় অন্যভাবেও হতে পারে। মোহাম্মদ সিরাজকে বসিয়ে দলে সরফরাজ ও রজত দুজনকেই দেখা যেতে পারে। আর জাদেজার জায়গায় আসতে পারেন নতুন ডাক পাওয়া দুই অলরাউন্ডারের যেকোনো একজন। তবে সেই সম্ভাবনা কম।

কারণ, জাদেজার জায়গা কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনা বেশি। সে ক্ষেত্রে সরফরাজ ও রজত;দুজনের একসঙ্গে খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, হায়দরাবাদের মতো ভাইজাগেও থাকবে স্পিন,সহায়ক উইকেট। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডাররা সেখানে বাড়তি প্রাধান্য পাবেন।

তবে সরফরাজের জন্য ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে, স্পিন বোলিংয়ে তিনি বেশ ভালো খেলেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিপক্ষে ভারত 'এ' দলের হয়ে ১৬০ বলে ১৬১ রানের ইনিংস খেলেছেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। ভাইজাগে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট।

আইএল টি-টোয়েন্টি থেকে ছিটকে গেলেন শামার জোসেফ, দল পেলেন পিএসএলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রিসবেন-রূপকথা রচনার পর ভালো আর মন্দ, দুই রকমের খবর পেলেন শামার জোসেফ। গত পরশু ব্রিসবেনের গ্যাবায় ১১.৫ ওভারের এক স্পেলে ৬৮ রানে ৭ উইকেট নিয়ে ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এনে দিয়েছেন টেস্ট জয়। অথচ আগের দিন ব্যাটিংয়ের সময় মিচেল স্টার্কের একটি ইয়র্কারে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট পাওয়ায় এই ম্যাচে তাঁর আর মাঠে নামা নিয়েই শঙ্কা ছিল!

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টের চতুর্থ দিন চোট নিয়ে খেলতে পারলেও চোটের কারণে তিনি আইএল টি-টোয়েন্টি থেকে ছিটকে গেছেন। ব্রিসবেন টেস্ট শেষ করে আইএল টি-টোয়েন্টিতে ক্যাপিটালসের হয়ে খেলতে অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি দুবাই যাওয়ার কথা ছিল জোসেফের। কিন্তু বাদ সেধেছে ব্রিসবেন টেস্টে পাওয়া আঙুলের চোট। তাই অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁকে ফিরতে হচ্ছে গায়ানায়।

অন্যদিকে পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ডাক পেয়েছেন জোসেফ। পাকিস্তান সুপার লিগের পরবর্তী আসর শুরু হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি। এর আগে দলগুলো চোট পাওয়া খেলোয়াড়দের বদলি করার সুযোগ পাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে পেশোয়ার জালমি ইংল্যান্ডের গাস এটকিনসনের জায়গায় দলে নিয়েছে শামার জোসেফকে।

চোট পাওয়ার পর স্ক্যানে কোনো সমস্যা ধরা পড়েনি। হাড়ে চিড়ও ধরেনি। কিন্তু এ নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। জোসেফ নিজেও ঝুঁকি নিতে চান না। তাই আপাতত তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে পিএসএল খেলতে পাকিস্তানে যাবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার।

৭ গোলের রোমাঞ্চে আল হিলালের কাছে হার মেসি-সুয়ারেজের মায়ামির

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেইমার থাকলে বার্সেলোনার সেই 'ত্রিরত্ন'কে অন্তত একসঙ্গে আরেকবার মাঠে দেখা যেত। চোটের কারণে আল হিলাল তারকা মাঠের বাইরে। বার্সেলোনার সাবেক দুই সতীর্থ লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনীটা তাই হলো না। তবে কিংডম অ্যারেনায় পয়সা উশুল দর্শকের। ৭ গোলের রোমাঞ্চ তো আর প্রতিদিন দেখা যায় না। মেসি-সুয়ারেজকে হারতে দেখাও তো মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা।

সৌদি আরবের দর্শকদের আল হিলাল তেমন মুহূর্তেরই দেখা পাইয়ে দিল। রিয়াদ সিজন কাপে মেসি-সুয়ারেজের দল ইন্টার মায়ামিকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে আল হিলাল। প্রথমার্ধ শেষে ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই গোল শোধ করে ম্যাচে ফিরেছিল মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল মায়ামি। কিন্তু ৮৮ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ম্যালকমের গোলে জয় নিশ্চিত হয় আল হিলালের।

মায়ামির হয়ে প্রথমার্ধে গোল পেয়েছেন সুয়ারেজ। বিরতির পর পেনাল্টি থেকে ২০২৪ সালে নিজের প্রথম গোল করেন মেসি। তবে আল হিলাল ম্যাচের ১৩ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। ১০ মিনিটে দলীয় আক্রমণ থেকে জোরাল শটে গোল করেন আল হিলাল তারকা আলেক্সান্দার মিত্রোভিচ। ৩ মিনিট পরই মায়ামির ডিফেন্ডার অ্যালেনের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করেন আল হামদান। শুরুতে ২ গোল করে এই প্রীতি ম্যাচকে জমিয়ে তুলেছিল আল হিলাল।

মায়ামির ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় প্রথম সাফল্যটা সুয়ারেজের। ৩৪ মিনিটে দলীয় আক্রমণ থেকে বল পেয়ে কোনাকুনি শটে গোল করেন উরুগুয়ে। ভিএআর প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সেটি গোলের রায় দেন রেফারি। মায়ামির হয়ে এটি সুয়ারেজের প্রথম গোল, প্রাক মৌসুম সফরে ক্লাবটির প্রথম গোলও। তার আগে গোলের দুটি ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন সুয়ারেজ। একটি শট বাইরে মারেন। অন্যটি ঠেকান আল হিলাল গোলকিপার আলওতায়ান।

তবে হতাশা নিয়েই প্রথমার্ধ শেষে মাঠ ছেড়েছে মায়ামি। কারণ ৪৪ মিনিটে আল হিলালের মিশেল দেলগাদোর গোলে স্কোর লাইন দাঁড়ায় ৩-১। শুধু তাই নয়, গোলটি হজমের আগে মেসি আল হিলালের জালে একবার বল পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে যাত্রায় অফ সাইড ছিলেন সুয়ারেজ।

৫৪ মিনিটে ডেভিড রুইজ আল হিলালের বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় মায়ামি। স্পটকিক থেকে গোল তুলে নেন মেসি। এক মিনিট পরই রুইজের গোলে সমতায় ফেরে মায়ামি। এরপর দুই দলই যেন খেলায় ঢিল দিয়েছিল। ম্যাচটি যখন রোমাঞ্চকর ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল তখনই ম্যালকমের গোলে! ৮৮ মিনিটে ইয়াসির আল শাহরানির ক্রস থেকে হেডে গোলটি করেন এই ব্রাজিলিয়ান।

প্রাক মৌসুমে ৩ ম্যাচ খেলেও এখনো জয়শূন্য মায়ামি। এল সালভাদরের সঙ্গে ড্রয়ের পর এফসি ডালাসের কাছে হেরেছিল তাঁরা। এবার হার মানতে হলো নেইমারের ক্লাব আল হিলালের কাছেও। বৃহস্পতিবার আল নাসরের বিপক্ষে সৌদি আরবে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে মায়ামি।

অলিম্পিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে ব্রাজিল, অপেক্ষায় আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এনদ্রিক, ব্রাজিলের এ বিস্ময়বালক রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সেরে ফেলেছেন আগেই। ১৮ বছর পূর্ণ হলেই ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাস ছেড়ে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর দলটিতে যোগ দেবেন তিনি। এর আগে ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক ফুটবলের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে আলো ছড়াচ্ছেন এনদ্রিক।

হয় গোল করছেন, না হয় গোল করাচ্ছেন;অলিম্পিকের বাছাইপর্বটা এভাবেই কাটছে এনদ্রিকের। বাছাইয়ের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তাঁর গোলেই বলিভিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ব্রাজিল। দ্বিতীয় ম্যাচে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে একটি গোল করেছেন তিনি।

ইকুয়েডরের বিপক্ষে গতকাল রাতে ব্রাজিলের ২-১ ব্যবধানের আরেকটি জয়ে গোল না পেলেও দুর্দান্ত একটি অ্যাসিস্ট করছেন এনদ্রিক। এই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে ফেলেছে ব্রাজিল। ফলে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে তারা। তবে আর্জেন্টিনা এখনো বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে।

২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে আর্জেন্টিনা। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে প্যারাগুয়ে। তৃতীয় স্থানে থাকা পেরুর পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৩। এক ম্যাচ কম খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে চিলি। ২ ম্যাচ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট পায়নি সবার নিচে থাকা উরুগুয়ে।

'এ' ও 'বি';এই দুই গ্রুপ থেকে দুটি করে দল উঠবে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে। সেখান থেকে শীর্ষ দুটি দল সুযোগ পাবে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে।

১ মিনিটের বিজ্ঞাপনে মেসির আয় ১৫৩ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি যেখানেই যান, সেখানেই প্রচারের আলো। স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞাপনেও প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন মেসি। আর্জেন্টাইন এই তারকা ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল। এবার যুক্তরাষ্ট্রের এনএফএলের (ন্যাশনাল ফুটবল লিগ) চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ 'সুপারবোল'ও মেসির খ্যাতিকে কাজে লাগাতে চলেছে।

এবারই প্রথমবার সুপারবোলের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছেন মেসি। ১ মিনিটের সেই বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার (১৫৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা) আয় করবেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের বরাত দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম লা নাসিওন।

সম্প্রতি মেসি মিশেলব আলট্রা নামে একটি বিয়ারের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছেন। এই ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি লাস ভেগাসের অ্যালেজায়ান্ট স্টেডিয়ামে ন্যাশনাল ফুটবল লিগে (এনএফএল) সুপারবোলের বিরতির সময় দেখানো হবে।

মিশেলব আলট্রা সম্প্রতি বিজ্ঞাপনের জন্য বিশ্বের নামীদামি তারকাদের নিয়ে আসতে শুরু করেছে। গত বছর তাদের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছিলেন টেনিস কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামস, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপজয়ী নারী ফুটবলার অ্যালেক্স মরগান, গ্র্যান্ড স্লামজয়ী বক্সার কানসেলো আলভারেজসহ ক্রীড়াজগতের বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ।

ব্র্যান্ডটি প্রতি ৩০ সেকেন্ড বিজ্ঞাপনের জন্য ৭০ লাখ ডলার (৭৬ কোটি ৭৩ লাখ টাকা) দিয়ে আসছে। সে হিসাবে মেসি ৬০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে পেতে যাচ্ছেন এর দ্বিগুণ অর্থ।

মিশেলব আলট্রা মূলত অ্যানহাইজার,বুশ কোম্পানির মালিকানাধীন। প্রতিষ্ঠানটিতে মেসির অংশীদারত্ব আছে। বিশ্বজুড়ে সুপারবোলের গড় দর্শক ১০ কোটি। খেলাটির জনপ্রিয়তার সঙ্গে মেসির তারকাখ্যাতি বিজ্ঞাপনটিকে আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিশেলব আলট্রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পেজগুলোয় এরই মধ্যে মেসির বিজ্ঞাপনের একাধিক টিজার প্রকাশ করেছে। ১৫ সেকেন্ডের একটি দেখা যাচ্ছে, সাগরপাড়ে ফুটবল খেলছেন মেসি। কয়েকজনকে ড্রিবল করে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। পাশে থাকা পর্যটকেরা তাঁর খেলা মুগ্ধতাভরে দেখছেন।

আলাদাভাবে ৫ সেকেন্ডের আরেকটি টিজার প্রকাশ করেছে মিশেলব আলট্রা। সেখানে একটি কুকুরের সঙ্গে খেলতে দেখা যাচ্ছে মেসিকে। এই ভিডিওর ক্যাপশনে মিশেলব আলট্রা লিখেছে, 'বন্ধুদের সঙ্গে বিচ সকার খেলা দারুণ ব্যাপার। কিন্তু সেরা বন্ধুদের নিয়ে খেলা আরও ভালো ব্যাপার। গোট (সর্বকালের সেরা) বনাম কুকুর।'

প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন বিভাগের সহসভাপতি বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন, 'মেসিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই।

মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর আমরা তাঁর যে ক্ষমতা ও প্রভাব দেখেছি, তিনি এখন বিশ্ব ফুটবল ছাড়িয়ে সবকিছুতেই সাংস্কৃতিক আইকন। তিনি মাঠে যে শৈল্পিকতা নিয়ে হাজির হন, সেটা সব পেশাজীবীকে মাঠে নিয়ে আসে। এ কারণেই আমরা তাঁকে (আমাদের বিজ্ঞাপনে) নিয়ে রোমাঞ্চিত।'

ফুটবল ভালোবাসা এভারটন,ভক্ত হার্টলি যেভাবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের ভরসার নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: কথায় আছে, মেঘের পরে সূর্য হাসে। টম হার্টলির টেস্ট অভিষেকের চিত্রটা বোঝাতে এই কথাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা যায়। হায়দরাবাদ টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে হার্টলি অভিষেকে 'মেঘ', সূর্যের দেখা পেয়েছেন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে। আর সে সূর্যের এমনই তেজ যে ভারত জ্বলেপুড়ে ছারখার!

টেস্ট অভিষেকে প্রথম বলেই ছক্কা হজম করতে হয়েছে। পঞ্চম বলেও! টেস্ট ক্রিকেটে নিজের প্রথম ২ ওভারেই দিয়েছেন ২৫ রান। আর ভারতের প্রথম ইনিংসে ২৫ ওভার বোলিং করে ১৩১ রানে ২ উইকেট। ওই ইনিংসে ইংল্যান্ডের একমাত্র বোলার হিসেবে ওভারপ্রতি গড়ে ৫, এর বেশি রান দিয়েছেন। এই হলো হার্টলির অভিষেক টেস্টের প্রথম খণ্ড;মেঘ।

তাহলে নিশ্চয়ই এটাও অজানা নয়, গত বছরের নভেম্বরে আবুধাবিতে ইংল্যান্ড লায়ন্সের শীতকালীন অনুশীলন ক্যাম্পে ডাক পেয়েছিলেন হার্টলি। ভারত সফর সামনে রেখে সেটা ছিল লাল বলে খেলার জন্য স্পিনারদের পরখ করে দেখার অনুশীলন ক্যাম্প। আর ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে ডাক পাওয়ার আগে ল্যাঙ্কাশায়ারের এই স্পিনার মাত্র ২০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দলের হয়ে ওয়ানডে অভিষেকও হয় হার্টলির। তবু তাঁর টেস্ট দলে ডাক পাওয়ায় চমকে গিয়েছিলেন অনেকেই। হায়দরাবাদ টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসের সেই চমকটা নিশ্চয়ই প্রশ্নেও রূপান্তরিত হয়েছিল।

২৪ বছর বয়সী এই স্পিনার কি দারুণভাবেই না সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন! ইংল্যান্ডকে শুধু জেতানইনি, ১৯৪৮ সালে কিংবদন্তি জিম লেকারের পর ইংল্যান্ডের প্রথম স্পিনার হিসেবে অভিষেকে নিয়েছেন ৭ উইকেট। বলতে পারেন, কে লেখেন এই চিত্রনাট্য? উত্তরটা সবার জানা। তবে হার্টলির চিত্রনাট্যে কিন্তু তাঁর বাবার অবদানও আছে। হার্টলির বাবা ছিলেন ক্রীড়াবিদ। বিল হার্টলি ৪০০ মিটারে দৌড়াতেন। যেনতেনভাবে নয়। ১৯৭৪ ইউরোপিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ৪ গুণিতক ৪০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতেছেন। সে বছর কমনওয়েলথ গেমসেও একই ইভেন্টে রুপা।

ফুটবলের সংস্পর্শে এলেও শৈশবে ক্রিকেটই খেলেছেন বেশি।

২০২০ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে প্রথম শ্রেণিতে অভিষেকের পরের বছর দ্য ক্রিকেটারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টম বাবাকেই নিজের আদর্শ বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'বাবা বাগানে আমার সঙ্গে ফুটি (অস্ট্রেলিয়ান রুলস ফুটবল), ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলা খেলতেন। খেলাধুলায় আমি নিজের পথ বেছে নেওয়ায় তিনি খুশি হয়েছিলেন। অ্যাথলেটিকসে যেতে জোরাজুরি করেননি। ক্রিকেটেরও বড় ভক্ত তিনি। তিনি যা করেছেন, তা দেখে মনে হয়, আমাকেও তাঁর মতো হতে হবে।'

টম হার্টলি শৈশবে ছিলেন ফুটবলের ভক্ত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব এভারটনকে সমর্থন করেন। ক্লাবটির দুই ফুটবলার লেইটন বেইনস ও ফিল জাগিয়েলকাকে আদর্শ মানতেন। ফুটবলের সংস্পর্শে এলেও শৈশবে ক্রিকেটই খেলেছেন বেশি। বিল হার্টলি দ্য ক্রিকেটারকে বলেছিলেন, 'ছোটবেলায় সে ফুটবল খেলত। খেলাটা পছন্দ করত এবং একাডেমিতেও ঢুকেছিল। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসতে হয়। সে ভালো ফুটবলার হলেও তারা যা খুঁজছিল, সেসব তার মধ্যে পায়নি। এরপর সে মার্চেন্ট টেলরের হয়ে (ক্রিকেট) খেলতে শুরু করে।'

লিভারপুলের ক্রসবিতে মার্চেন্ট টেলর স্কুলে ১০ বছর বয়স থেকে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন টম। বয়সভিত্তিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিনিধিত্ব করলেও স্কুল ছাড়ার পর পেশাদার চুক্তি পাননি। ২০১৭,১৮ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় ক্লাব ক্রিকেট খেলে আসার পর লিভারপুলের ডিস্ট্রিক্ট প্রতিযোগিতা ও ওমর্সকার্কের হয়ে প্রচুর উইকেট নেওয়ার পর ২০১৯ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রথম পেশাদার চুক্তির অধীনে আসেন হার্টলি। আবুধাবিতে ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে অনুশীলনে 'মেন্টর' হিসেবে পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অফ স্পিনার গ্রায়েম সোয়ানকে।

তবে ক্রিকেটের পাশাপাশি এভারটন এখনো টানে টমকে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে এ মৌসুমে ধুঁকছে এভারটন। অবনমন তালিকায় থাকা তিনটি ক্লাব থেকে এক ধাপ ওপরে আছে। প্রিয় ক্লাবটি নিয়ে ইংল্যান্ডের আই নিউজকে গত বছরের নভেম্বরেই বলেছেন, 'আমি এভারটনের বড় ভক্ত। এখন তারা কঠিন সময় পার করছে। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে তাদের খেলা দেখতে যেতাম। টিম কাহিল, লেইটন বেইনস, ফিল জাগিয়েলকাদের প্রতি সপ্তাহেই দেখেছি। আশার কথা হলো, এই মৌসুমে আমাদের চেয়ে আরও তিনটি বাজে দল আছে।'

আশার ঢাক বাজছে ইংল্যান্ডের মার্সেসাইড অঞ্চলের ম্যাগহালেও। সেখানে পারিবারিক নার্সারি ও বসবাস টম হার্টলির মা,বাবার। গতকাল টেলিভিশনে ছেলের কীর্তি দেখেছেন তাঁরা। ছেলে দেশকে জেতানোর পর খুব বড় কোনো উদ্‌যাপন করেননি মা,বাবা। হারবাল চা দিয়ে উদ্‌যাপন সেরেছেন। ফেসবুকে তাঁর মা অ্যান, লুইস মনের অনুভূতি জানিয়েছেন এক শব্দে, 'ওয়াও!' বাবা বিল হার্টলি অবশ্য এত অল্পে সারতে পারেননি। নিজে ক্রীড়াবিদ ছিলেন বলেই বোধ হয় এমন সব পরিস্থিতিতে কেমন লাগে, তা জানেন।ফেসবুকে বিল লিখেছেন, 'শুধু গর্ব দিয়ে এটা বোঝানো যায় না। আমাদের ছেলের শুরুটা কী দারুণ হলো! আশা করি, সামনে এমন আরও অনেক দেখা যাবে...আমাদের গ্রাহক এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে সমর্থন পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এটা জেনে ভালো লাগছে যে অনেকেই তার শুভকামনা করেছে...ওমসকার্ক ক্রিকেট ক্লাবকে ভুলে গেলেও চলবে না। সেখান থেকেই সবকিছুর শুরু। আপাতত হারবাল চা খাচ্ছি, তাতে হৃৎপিণ্ডের গতি কিছুটা কমবে।

মা,বাবার মন বলে কথা! গতি তো বাড়বেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**